৯৩

মে, ২০২৬

# রোজকার অনন্যা

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

POWERED BY

Shalimar's®

সুরের আকাশে শুকতারা

## আশা ভোঁসলে

**আশার রান্নাঘরে উঁকি**

আশা ভোঁসলের
**ফ্যাশন স্টেটমেন্ট**

Read at: www.rojkarananya.com

# সম্পাদকীয়

১২ এপ্রিল, ২০২৬, ঘটেছে এক নক্ষত্র পতন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের নেপথ্য গায়িকা আশা ভোঁসলের প্রয়াণ-সংবাদ এখন আর কারওর অজানা নেই। তাঁর মৃত্যু সংগীতের দুনিয়ায় এক বর্ণাঢ্য অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি। আমরাও স্থির করলাম পদ্মভূষণ, দাদাসাহেব ফালকে প্রাপ্ত গায়িকার উদ্দেশে আমারও কেন পিছিয়ে থাকব! থাকিওনি। স্থির করলাম আশা ভোঁসলের উদ্দেশে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করার। তাহলেই গায়িকার প্রতি সঠিক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হবে। ইতিমধ্যেই বহু পত্রপত্রিকা আশা ভোঁসলেকে নিয়ে বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করেছ। সবাই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের ওপর আলোচনা করেছে। আমরা সেই প্রসঙ্গে গেলামই না। এসব আলোচনা ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, ক্লিশে হয়ে গেছে। একজন শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন আর কাজের জীবন--- দুটো কখনওই মিলিয়ে ফেলা উচিত নয়। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের খোঁজ রেখে লাভ কী! কোনও লাভ নেই, প্রয়োজনও নেই। এসব আলোচনা আমার মনে হয়, পরচর্চা হয়ে যায়।

তাই আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি আশা ভোঁসলের গায়িকা জীবন নিয়ে যথাসম্ভব আলোচনা করতে। কতটা সফল হয়েছি বা হইনি তা আপনাদের পাঠককুলের ওপর নির্ভর করছে। আপনাদের রায় আমাদের পত্রিকা পাথেয়।

আশা ভোঁসলে নিজে রান্না করতে ভালবাসতেন। রেকর্ডিং বা অন্যকোনও অনুষ্ঠান না-থাকলে সোজা রান্নাঘরে সময় কাটাতেন। নতুন-পুরনো পদ তৈরি করতেন। এ-বিষয়ে আলোকপাত করেছেন আমাদের পত্রিকার সম্পাদকীয় দফতরের অন্যতম সদস্য সুস্মিতা মিত্র। আশা ভোঁসলের প্রিয় পদের রেসিপি দিয়েছেন অনেকেই। আশা ভোঁসলের মতো আপনারাও একবার চেষ্টা করে দেখুন, খেতে কেমন লাগে!

পাশাপাশি উনি ফ্যাশন করতে ভালবাসতেন। শাড়ি, গয়নায় নিজেকে সাজিয়ে রাখতে ভালবাসতেন। এ-বিষয়েও পাঠকদের আমরা রেখেছি একটি মূল্যবান লেখা।

আপনারা পড়ুন এবং জানান আশা ভোঁসলে সংখ্যা কেমন লাগল। আপনাদের মতামতই তো আমাদের এগিয়ে নিয়ে যাবে আগামী দিনে। সবাই ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন গরমে।

ধন্যবাদান্তে

# রোজকার অনন্যা পরিবার

রোজকার সাত সতেরো, সাথে রোজকার রান্নাবান্না

## সম্পাদক

দেবযানী মুখোপাধ্যায়

## সম্পাদকীয় বিভাগ

সম্পাদকীয় প্রধান
কমলেন্দু সরকার

কার্যনির্বাহী সম্পাদক
সুস্মিতা মিত্র

সাহিত্য
বিশ্বজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিনোদন
তৃষা নন্দী

স্বাস্থ্য
সুমা বন্দ্যোপাধ্যায়

গ্রাফিক্স ও অলঙ্করণ
সৌরভ ঘোষ

ডিজিটাল হেড
সন্দীপ জানা

বিজ্ঞাপন বিভাগ
অভিষেক কর্মকার


একটি
# দেবী প্রণাম
প্রকাশনা



যোগাযোগ
সম্পাদকীয় বিভাগ: ৬২৯০৪৩০৪৯৬ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
বিজ্ঞাপন বিভাগ: ৭৯৮০৫৬৮৩৭২ (সকাল ১১ টা থেকে বিকাল ৫টা)
EMAIL: rojkarananya@gmail.com


---


দেবী প্রণাম প্রকাশনার পক্ষে অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ কর্তৃক প্রকাশিত
RNI: WBBIL/2015/64960
স্বত্বাধিকারী: অয়ন ঘোষ ও সুদেষ্ণা ঘোষ



এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপন ও বিষয়বস্তু সম্পর্কিত কোনো দায় পত্রিকা কর্তৃপক্ষের নয়।

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
প্রতিটি ফোঁটায় ১০০% খাঁটি নারকেলের
পুষ্টি আর শালিমারের ভরসা
Shalimar's
COCONUT OIL
A PRODUCT OF INDIA
Shalimar's
COCONUT OIL
Shalimar's®
COCONUT OIL
Nett Content 175ml. (160g.)
A PRODUCT OF INDIA
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure

# সূচীপত্র

অনন্যা

মে, ২০২৬

সুরের আকাশে শুকতারা

কমলেন্দু সরকার ৭

সুরের সঙ্গে সাজেরও সম্রাজ্ঞী: শাড়িতে ধরা পড়ত আশা ভোঁসলে-র ব্যক্তিত্ব

নিজস্ব প্রতিনিধি ৩১

সুরের সম্রাজ্ঞীর স্বাদের জাদু ৩৭

সংকলন: সুস্মিতা মিত্র

কৌশিকী সরকার, মৌমিতা কুণ্ডু মল্ল



সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
আনন্দোৎসবে প্রতিটি ঘরে থাক
শালিমারের বিশুদ্ধতার ছোঁয়া
Shalimar's
Sunflower Oil
Sunflower Oil
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
hyperpure

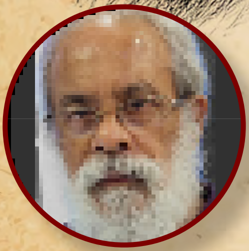

# সুরের আকাশে শুকতারা

কমলেন্দু সরকার

এ নেশা ভাল অর্থে ব্যবহৃত। আশা ভোঁসলের কণ্ঠের নেশা হিন্দি সিনেমার গানের খোলনলচে বদলে দিয়েছিলেন, এমনকী বাংলা বেসিক গানেও! যে-কোনও সংগীত পরিচালকের কাছে আশার মতো কণ্ঠ ছিল সম্পদ। এই সম্পদ ঈশ্বরপ্রেরিত। আমি একটু বেলাইন হয়ে আবার ফিরব গন্তব্যে। কিংবদন্তি রয়েছে, পঞ্চপ্রয়াগের অন্যতম রুদ্রপ্রয়াগে ঋষিরাজ নারদ রুদ্রনাথ অর্থাৎ শিবের তপস্যায় বসেন। তাঁর তপস্যায় দেবাদিদেব মহাদেব অর্থাৎ শিব খুশি হয়ে সমস্ত রাগরাগিণী শেখান এবং দান করেন। যার ওপর বসে নারদ ধ্যান করেন এবং সঙ্গীতের খুঁটিনাটি শেখান, সেই নারদশিলা বিশাল বিপর্যয়ে ভেসে যায়।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আশা ভোঁসলে লিখতে গিয়ে এমন এক পৌরাণিক কিংবদন্তির অবতারণা কেন! আশা ভোঁসলে তো কিংবদন্তিই। এবং তিনি মাতৃগর্ভে থাকতে থাকতেই কী শিবের কাছ থেকে সংগীতের সমস্ত পাঠ নিয়েই ধরণীতে এসেছিলেন! জানি না, জানার কথাও নয়। আমার মতো সাধারণ মানুষ তো এই ব্রহ্মাণ্ডের অতি ক্ষুদ্রতম এক ধূলিকণা সম। আমি এতটুকু অবিশ্বাস করি না যে, আশা ভোঁসলে সংগীতের সমস্ত পাঠ চুকিয়েই পৃথিবীতে আসেন।

আর নয়, এবার ফিরে আসি সেই আশা ভোঁসলের কাছে যিনি প্রতি সুরকারের গানে কণ্ঠ দিয়ে হিন্দি সিনেমার গানের রং বদলে দিয়েছিলেন, বাংলা বেসিক গানেও নেশা লাগিয়েছিলেন, সর্বোপরি বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। আচ্ছা, আশা ভোঁসলেকে নিয়ে লিখতে গিয়ে অতীতকাল ব্যবহার করছি কেন! উনি তো ভীষণভাবে বর্তমান। প্রতিদিনই তাঁর কণ্ঠ শুনতে পাই। আসলে আমরা মূল জায়গাটাই ভুল করি, শিল্পী কখনও প্রয়াত হন না, তাঁর মেয়াদ শেষ হয়েছে তিনি চলে যান সুরলোকে। কিন্তু আশা ভোঁসলের ক্ষেত্রে আমার কেমন যেন খটকা লাগে, ওঁর কী সত্যিসত্যিই থাকার মেয়াদ শেষ হয়েছিল! মনে হয় 'না'। নইলে মৃত্যুর কয়েক দিন আগেও অমন একটি গান গাইতে পারেন! পারেন না। যে-ভিডিয়ো সম্ভবত তাঁর কোনও প্রিয়জন সামাজিকমাধ্যমে দিয়েছিলেন। ৯২-৯৩

বছরেও কী কণ্ঠ! অবাক হওয়ার মতো। ভাবলাম এ-কণ্ঠ ঈশ্বরপ্রেরিতই!
কেন তিনি হিন্দি সিনেমার গানে খোলনলচে বদলে দিয়েছিলেন? বাংলা বেসিক গান, সঙ্গে সিনেমার গানের কথায় পরে আসব। হিন্দি সিনেমার গানে সম্পর্কে প্রশ্ন আসতেই পারে, উঠতেই পারে। আমি তিনটি গানের উল্লেখ করব: প্রথমটি 'তিসরি কসম (১৯৬৬), শঙ্কর-জয়-কিষাণের সুরে আশার গাওয়া 'পান খায়ে সাইয়াঁ হামারো' গানটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়, আজও সমানভাবে ভাল লাগে। পরবর্তী কালে হিন্দি সিনেমায় নৃত্যশিল্পীদের নাচের ধারায় অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। একেবারে গ্রামীণ লোকগানের সুরে অসাধারণ গেয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। গানটি যেমন গ্রামীণ ভারতের সংস্কৃতিকে প্রতিনিধিত্ব করে, তেমনই ছবির গল্পের সঙ্গে নাচের দৃশ্যটিকে চমৎকারভাবে তুলে ধরে; দ্বিতীয়টি, 'হত্যারা' (১৯৭৭) ছবিতে গানটি ছিল কল্যাণজি-আনন্দজির সুরে, 'মেরে নূর কে চর্চে দূর দূর'; ঘরোয়া আসরে কীভাবে বাঈজি গেয়ে থাকে ঠিক সেইভাবে পরিবেশন করেছিলেন আশা। বাঈজি লক্ষ্মীছায়ার নাচের ভঙ্গিমা আর আশার গায়কি কোথাও যেন মিলে যায়; আর তৃতীয়টি হল 'উমরাও জান' (১৯৮১)। খৈয়ামের সুরে আশা ভোঁসলের গাওয়া প্রতিটি গান হিন্দি সিনেমায় বাঈজি গানের উজ্জ্বল উদাহরণ! বিশেষ করে, 'দিল চিজ কেয়া'র সঙ্গে উমরাও জান চরিত্রে রেখার অভিনয়ের আদলই বদলে যায়।
তিনটি ছবি, তিনটি গান কিন্তু sequence এক। বাঈজির বাড়িতে বাঈজির নাচ, যে-নাচে বাঈজি তাঁর নিশি অতিথিদের মনোরঞ্জন করতে চান। শোনা যায়, আশা ভোঁসলের গাওয়া গানগুলো বদলে দেয় হিন্দি সিনেমার বাঈজি গানের খোলনলচে। আশা ভোঁসলের হিন্দি সিনেমার গানের জীবন শুরুর দিকে এবার একবার যেতেই হয়। বহুদিন আগে এক সাক্ষাৎকারে আশা ভোঁসলে বলেছিলেন, "হীরা তো চমকে গি, চমকে গি না?" যিনি অপরপ্রান্তে বসেছিলেন অর্থাৎ সাক্ষাৎকার


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ঐতিহ্যে
মোড়া
শুভ সম্পর্ক
আদি
রেডিমেড
সেন্টার
সম্পর্কের বন্ধন যেখানে চিরন্তন
ADI READYMADE CENTRE
PVT. LTD.
স্টেশন রোড,
সোদপুর
VISIT US AT FOR ONLINE SHOPPING
www.adireadymadecentre.net
CALL US AT
98301 17563
70033 84398
FOLLOW US ON

নিচ্ছিলেন তিনি আশা ভোঁসলের আত্মবিশ্বাস দেখে চমকে গেছিলেন!

আশা ভোঁসলে তখন বছর দশের বালিকা। অভাবের সংসার। বাবা দীননাথ মঙ্গেশকরের কাছে সংগীত শিক্ষা। দিদি লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছিলেন মারাঠি সিনেমা 'মাঝা বল'-এ 'চালা চালা নাভ বালা'। অপূর্ব সুর। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৫ জানুয়ারি, ১৯৪৩। ৫০ বছর পরেও পুরো গানটি স্মরণে ছিল আশার। ১৯৯৩-এ সলিল চৌধুরীর সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে পুরো গানটি শুনিয়েছিলেন আশা ভোঁসলে! মনে পড়ে গেল সেই সাক্ষাৎকারের কথা, "হীরা তো চমকে গি না।"

হিন্দি সিনেমায় নেপথ্য গায়িকার সংগীতজীবন শুরু 'চুনারিয়া' (১৯৪৮) ছবিতে 'সাওয়ান আয়া' গানে। এই গানটিও একক ছিল না, ছিলেন আরও দুই গায়িকা। হংসরাজ বহেল ছিলেন সুরকার। তবে পরের বছর ১৯৪৯-এ শিকে ছিঁড়েছিল একক নেপথ্য গায়িকা হিসেবে গাওয়ার। ছবিটি ছিল 'রাত কি রানি'। গানটি ছিল, 'দো চার ইধার দো চার উধার'। সুরকার আগের ছবিরই হংসরাজ বহেল। আশার গায়কিতে দিদি লতার প্রভাব ছিল। কিন্তু এভাবে তো গাইলে হবে না। হারিয়ে যাবেন। তিনি তো হারিয়ে যেতে আসেননি মুম্বইয়ের সিনেমাপাড়ায়। থাকতে এসেছেন। আশা জীবনে চ্যালেঞ্জ নিতে ভালবাসেন। তাই চ্যালেঞ্জ নিলেন, টিকে থাকার। তিনি চাইলেন সংগীতপ্রেমীদের সুরের নেশায় বুঁদ করে রাখতে। তবে সামনে প্রভূত বাধা, ঘরে-বাইরে সর্বত্র! অনেকেই বলেন, গীতা দত্ত থাকলে আশা ভোঁসলে হতেন না, আসতেই পারতেন না। এসব মন্তব্য আশারও কর্ণগোচর হয়েছিল। তিনিও মেনে নিয়েছিলেন। কী করবেন তিনি? অন্যকিছু বললে তো অহমিকা প্রকাশ করা হবে। আসলে আমরা অনেকেই 'মাসির গোঁফ বেরোলে মেসো বলব' এই তত্ত্ব নিয়ে বিরোধ করি। যাচাই করে দেখি না। গীতা দত্ত এবং আশা ভোঁসলে, দুজনের কণ্ঠস্বর, গায়কি সম্পূর্ণ ভিন্ন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

বড়বাজারঃ 70, পন্ডিত পুরুষোত্তম রায় স্ট্রীট- ফোন– 7044092000 • 208, এম.জি. রোড- ফোন –8420070959
গড়িয়াহাটঃ ট্র্যাঙ্গুলার পার্কের বিপরীতে – ফোন– 7044088408, বেহালাঃ 363, ডায়মন্ড হারবার রোড, 14 নং বাস স্ট্যান্ডের কাছে, ফোন – 8981006500
কাঁচড়াপাড়াঃ বাগ মোড়, হালিশহর – ফোন - 7044062000, বারাসাতঃ হরিতলা মোড় - ফোন - 7044050137
বর্ধমানঃ মিউনিসিপ্যাল বয়েজস্কুলের পাশে- ফোন – 8101707778, কৃষ্ণনগরঃ কোতোয়ালী থানার বিপরীতে – ফোন - 8373052387
তমলুকঃ পদুমবসান, IDBI ব্যাঙ্কের বিপরীতে- ফোন - 9547373451
মেদিনীপুর টাউনঃ বড়বাজার চক, বিজয় কৃষ্ণ কালী এ্যান্ড সন্স জুয়েলার্স–এর পাশে, ফোন - 81700 11506
কাঁথিঃ রূপশ্রী বাইপাস, বি. সরকার জহুরীর পাশে, ফোন - 9046931513

গীতা দত্তের মধ্যে ছিল বার সিঙ্গারের আদল, আশার ছিল ক্যাবারের ছোঁয়া। দুটি একেবারে ভিন্নরকম। সেটা কেমন একবার দেখে নিই: ক্যাবারে আর বার সিংগার দুটির মধ্যে মূলত একটি তফাত আছে। প্রথমেই বলি বার সিংগারের পরিবেশনে থাকে প্রধানত বিনোদন। পরিবেশ অনুযায়ী গায়নশৈলী। ক্যাবারে গানে থাকে মূলত নাটক বা নাট্যধর্মী বিনোদন। এখানেও পরিবেশ অনেকাংশে প্রধান হয়ে দাঁড়ায়। এখানে 'হাওড়া ব্রিজ' (১৯৫৮)-এর দুটি গানের উদাহরণ রাখি। ছবির সুরকার ও পি নায়ার। তিনি 'মেরা নাম চিন চিন চু' গানটি গাওয়ালেন গীতা দত্তকে দিয়ে। আবার 'আইয়ে মেহেরবান' গানটি গাইলেন আশা ভোঁসলে। ভাল করে গান দুটি শুনুন এবং 'হাওড়া ব্রিজ'-এর গান দুটির দৃশ্যায়ন দেখুন। লক্ষ করবেন 'আইয়ে মেহেরবান' গানটিতে যে-নাটক ছিল, সেটা কিন্তু 'মেরা নাম চিন চিন চু'-তে ছিল না। সেখানে বিনোদনই মুখ্য। একই ছবিতে হিন্দি সিনেমার গানে দুই দিকপাল গায়িকা দুজনের গায়কি এবং পরিবেশনে বুঝতে পারা যাবে দুজনের মূল তফাত কোথায় ছিল?

সবমিলিয়ে নাট্যধর্মী পারফরম্যান্স হল ক্যাবারে। এ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় উদাহরণ 'ক্যারাভান' (১৯৭১) ছবির 'পিয়া তু অব তো আজা'। এটি হিন্দি সিনেমায় একটি যুগান্তকারী ক্যাবারে গান। রাহুল দেববর্মনের সুরে আশা ভোঁসলের গাওয়া এই গানটিতে হেলেনের অসাধারণ ক্যাবারে নৃত্যশৈলী এবং অভিনয়, বিশেষ করে 'মনিকা, ও মাই ডার্লিং' অংশটি অত্যন্ত জনপ্রিয়, যা আজও আছে। আশা ভোঁসলে তাঁর কণ্ঠে যে-নাটক তৈরি করতে পারতেন তা গীতা দত্ত তো বটেই, অন্যকোনও গায়িকাও পারতেন কী!

এছাড়াও, আশার কণ্ঠে আর যেটা ছিল, তা হল চ্যালেঞ্জ। যা ছিল না গীতা দত্তের। আমি অবশ্যই গীতা দত্তকে বিন্দুমাত্র খাটো করছি না, সেই অধিকারও নেই। 'চ্যালেঞ্জ' প্রসঙ্গটি কেন এলো। সময়টা সত্তরের দশক তখন সারা বিশ্বজুড়ে হিপি সংস্কৃতির দাপট। দেব


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

আনন্দ ঠিক করলেন এই বিষয়ের ওপর একটি ছবি করবেন ‘হরে কৃষ্ণ হরে রাম’। ছোট্ট একটি উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে। দেব আনন্দের ‘হরে রাম হরে কৃষ্ণ’ (১৯৭১) ছবিতে একটি গান ছিল ‘দম মারো দম’। যে-গানটি আজও সমানভাবে জনপ্রিয়। গানটি গাওয়ার কথা ছিল লতা মঙ্গেশকরের। গানটিতে একটি লাইন আছে ‘দুনিয়া নে হামকো দিয়া ক্যায়া/দুনিয়া সে হমনে লিয়া ক্যায়া/হম সবকে পরওয়া করে কিউঁ/সবনে হামারা কেয়া কিয়া...। আনন্দ বকসির কথায় সুর লাগিয়েছিলেন রাহুল দেববর্মন। শোনা যায়, ঠিক হয়েছিল গানটি গাইবেন লতা মঙ্গেশকর। কিন্তু গান এবং দৃশ্যায়নে রয়েছে প্রচণ্ড চ্যালেঞ্জ। একটি নেশাগ্রস্ত টিনএজ মেয়ে হিপির দলে ভিড়ে গাঁজায় দম মারছেন আর তারই গানটি তাঁর মুখে। পুরো গানটিতেই বিস্তর চ্যালেঞ্জ সমগ্র সমাজের কাছে, অভিভাবকদের উদ্দেশে। সকলেরই একমত, আশা ছাড়া হবে না। পরেরটা তো ইতিহাস।

আশা ভোঁসলের গান বা তাঁর ক্যাবারে গান নিয়ে একটি ঘটনা মনে পড়ে, যা পরবর্তী সময়ে শোনা কুশীলবদের কাছে। সম্ভবত ঘটনাটা ১৯৫৯-এর মাঝামাঝি। নিউ ইন্ডিয়া থিয়েটার্স প্রাইভেট লিমিটেডের ব্যানারে পরিচালক অগ্রণী একটি রহস্যধর্মী ছবি করবেন ‘রাতের অন্ধকারে’। চিত্রনাট্য প্রথিতযশা কবি-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের। ‘রাতের অন্ধকারে’ একটি ক্যাবারে নাচের দৃশ্যের জন্য হেলেন এসেছিলেন মুম্বই অর্থাৎ

তৎকালীন বম্বে থেকে। কিন্তু ক্যাবারে গানটি গাইবে কে? ছবির সুরকার ভি বালসারা বললেন, "আশাকে বলব?" সবাই সন্দেহ প্রকাশ করেন, "আশা পারবেন!" যাইহোক শেষপর্যন্ত আশাই ঠিক হল। হেলেন-এর মুখে একটি গান ছিল যার প্রথম লাইনটি ছিল চিনা ভাষায়। গান লেখার ভার পড়ল গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর। গভীর আতান্তরে পড়লেন তিনি। বুদ্ধি করে গেলেন বেন্টিক স্ট্রিটের এক চিনা জুতোর দোকানে। সেখানে একজনকে জিজ্ঞাসা করলেন, "চিনা ভাষায় I love You কি হবে?" চিনা সেই ভদ্রলোক বেদম হাসতে হাসতে বললেন, "সিন আইদ উ আই নি।" ব্যস, গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন, 'সিন আইদ উ আই নি/চিনা ভাষা জানো কি?/শোনো তবে ইংরাজিতে বলি/Oh my darling, I love You. গানটি হেলেনের ঠোঁটে গাইলেন আশা ভোঁসলে। দারুণ হিট করেছিল গানটি। শুধু তাই নয়, এই ধরনের গান আগে হয়নি। হেলেন এবং আশা, দুজনেরই ছিলেন বাংলা সিনেমায় প্রথম কাজ।

এই ছবিতে আশা গেয়েছিলেন একটি রোম্যান্টিক গান, 'এই হাওয়াই কি সুরভি ঝরে'। দুটি গানই সেইসময় খুবই জনপ্রিয় হয়। আশার নামও ছড়িয়ে ছিল বাংলা সিনেমায় এবং বাংলা গানের জগতে।

এরপর আশা ভোঁসলে কলকাতা আসেন সুধীন দাশগুপ্তের সুরে গান গাইতে। অনেকেই তাই বলেন, তার অর্থ ১৯৫৯-এ আশা ভোঁসলে বাংলা বেসিক গান গাইছেন কিংবা ষাটের শুরুতেই। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, ১৯৫৮-য় বিনোদ চট্টোপাধ্যায়ের সুরে চারটি বেসিক গান গেয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। অত হিসেবনিকেশে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। আলোচ্য তো আশা ভোঁসলে। তাঁর কাছেই ফেরা যাক, তাঁর গানের দুনিয়ায় যাওয়া যাক।

পঞ্চাশের দশকে বলিউডের বহু হিন্দি ছবিতে গান গাইবার আহবান আসে। সবই হচ্ছে কিন্তু কিছু জমছে না। ঠিকমতো 'গুরু' মিলছে না। এমন কোনও সুরকার পাচ্ছেন না, যাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়। যাঁর ছায়ায় নিজেকে লালন করা যায়। পঞ্চাশের দশকের গোড়ায় এক সংগীতপরিচালকের সুরারোপিত গান শুনে মুগ্ধ আশা ভোঁসলে। একবার তাঁকে দিয়ে প্লে-ব্যাক করিয়েই থেমে গেলেন। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে তো ডাক আসে না আর। সুরকারটি হলেন ও পি নায়ার। তাঁর নাকি প্রথাগত শিক্ষা নেই সংগীতে। না থাক, আছে তো তাঁর সুরে ভরা মুগ্ধতা! তাই তো তাঁকে বলা হত Rythm King of Bollywood. এছাড়াও অনেকেই তাঁকে বলতেন 'Rebel'. কারণ, তিনি প্রথা ভেঙে সুর


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

WWW. 8POURE .IN
INDIA'S FIRST ONLINE SAREE STORE'S SIGNATURE OUTLET
HELPLINE : 9830906302 / 9830424928 WHATSAPP : 9674678024
P8 TAGORE PARK, R.N TAGORE ROAD, KOLKATA 700056 (NEAR BARANAGAR METRO)
/POURE8 /8POURE
GET IT ON Google Play
Download on the App Store

করতে পছন্দ করতেন। হিন্দি সিনেমার গানে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে এহেন বিদ্রোহী সুরকার ও পি নায়ারের হাতে এসেছিল ভয়ংকর এক অস্ত্র। যাঁকে দিয়ে ওলট-পালট করে দিয়েছিলেন হিন্দি সিনেমার গান।

ও পি নায়ার বহুদিন ধরে ভাবছিলেন হিন্দি সিনেমার গানে Tonga beats বা horse-hoof rhythm ব্যবহার করবেন কিন্তু সেই কণ্ঠ কই! পেয়েছিলেন 'ছম ছমা ছম' (১৯৫২) ছবিতে সেই playback singer-কে। উনি বুঝেছিলেন এই হচ্ছে কণ্ঠ, যার সঙ্গে খাপ খাবে। হিন্দি সিনেমার গানে নতুন যুগ এল ও পি নায়ার-আশা ভোঁসলের হাত ধরে। যার শুরু 'বাপ রে বাপ' (১৯৫৫) ছবির 'পিয়া পিয়া পিয়া মেরা জিয়া পুকারে' গানটির মাধ্যমে। ও পি-আশার সিগনেচার। শোনা যায়, এই গানটির রেকর্ডিংয়ের সময় একটি মজার ঘটনা ঘটে। গানটি দু'মিনিটের পর কয়েক সেকেন্ড হয়েছে তখন কিশোরকুমার গায়ছিলেন, তাঁর আর একবার turn আছে। হঠাৎ আশা ভোঁসলে গানটি ধরেছেন তখন কিশোরকুমার আশা ভোঁসলের মুখটি চেপে ধরেন। কিশোরকুমার আবার ধরলেন গানটি। রেকর্ডিং শেষে উনি বললেন, 'চিন্তা নেই, আমি ম্যানেজ করে নেব।' ছবিতে দেখবেন দু'মিনিট কয়েক সেকেন্ডের পর চাঁদ উসমানি যেই গানটি ধরতে যাচ্ছেন সঙ্গেসঙ্গে কিশোরকুমার হাত দিয়ে তাঁর মুখটি চেপে ধরেন।

এরপর 'নয়া দৌড়' (১৯৫৭)-এর সেই বিখ্যাত গান 'মাঙ কে সাথ তুমহারা'। দিলীপকুমার-বৈজয়ন্তীমালা। যা আজও 'All time Hits'-এর তালিকায়। পঞ্চাশের দশকে ও পি নায়ার-আশা ভোঁসলে জুটি যেমন হিন্দি সিনেমার গানে বদল ঘটিয়েছিল, তেমনই শঙ্কর-জয়কিষাণ পাদপ্রদীপের আলোয় এনেছিলেন আশাকে। সেইসময় শঙ্কর-জয়কিষাণের কাছে লতা মঙ্গেশকর ছাড়া আর কারওর জায়গা ছিল কী! কিন্তু ১৯৫৫-য় রাজ কাপুরের 'শ্রী ৪২০'


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

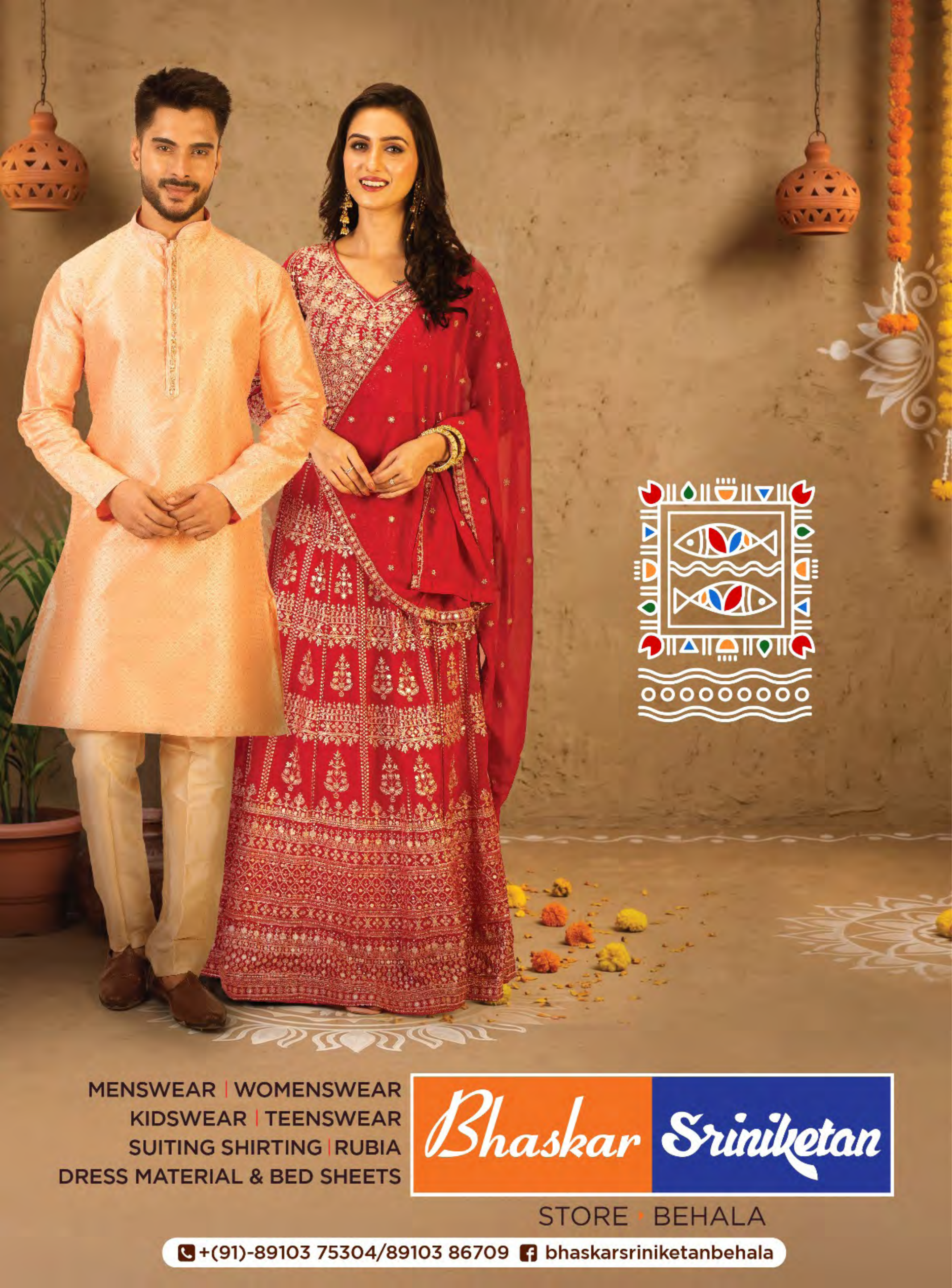
MENSWEAR | WOMENSWEAR
KIDSWEAR | TEENSWEAR
SUITING SHIRTING | RUBIA
DRESS MATERIAL & BED SHEETS
Bhaskar Sriniketan
STORE • BEHALA
+(91)-89103 75304/89103 86709
bhaskarsriniketanbehala

ছবিতে লতা মঙ্গেশকরকে দিয়ে সব গান করালেন একটি ছাড়া। সেই গানটি হল 'মুড় মুড় কে না দেখ মুড় মুড়কে'। আশার সঙ্গে মান্না দে। গানটি ক্যাবারে ঘরানার। হয়তো সেই কারণেই সুরকার গানটি আশা ভোঁসলের জন্য রেখেছিলেন। সেই নাচের গান হিসেবে প্রচণ্ড জনপ্রিয় ছিল। পঞ্চাশ-ষাটের দশকে লোকের মুখে মুখে ফিরত। এই গানটিতে পরীক্ষামূলকভাবে ভারতীয় সংগীতের সঙ্গে দক্ষিণ স্পেনের একটি বিশেষ অঞ্চলের ফ্লামেনকো সুরের সংমিশ্রণ ঘটিয়েছিলেন সংগীত পরিচালক। এবং তিনি সফলও হন। সুরকারের মান রেখেছিলেন আশা ভোঁসলে। একটি ব্যাপার বোঝা যাচ্ছে, বিভিন্ন সংগীত পরিচালকের পরীক্ষামূলক গানে আশা ভোঁসলে বার বার পরীক্ষিত এক সফল গায়িকা। ষাটের দশকের মাঝামাঝি অর্থাৎ ১৯৬৪ আর ৬৬ এই দুই বছরে যুগান্তকারী গান গেয়েছিলেন আশা ভোঁসলে 'কাশ্মীর কি কলি' আর 'তিসরি মঞ্জিল' ছবিতে। যদিও 'কাশ্মীর কি কলি' ছবিতে সংগীত পরিচালক ও পি নায়ার ভারতীয় সংগীত এবং লোকগানের সুরের মিশ্রণে করেছিলেন 'বালমা খুলি হাওয়া মে'। অসাধারণ একটি composition. চমৎকার গেয়েওছিলেন আশা ভোঁসলে। কিন্তু সেন্সর বোর্ডের কাঁচি চালানোয় দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে উধাও হয়ে যায়। কিন্তু অ্যালবামে পাওয়া যায়। আর 'তিসরি মঞ্জিল'-এর গানগুলো। সুরকার রাহুল দেববর্মন বলেছিলেন, 'আশার প্রতিভা দেখে অবাক হয়েছিলাম। মাত্র দিন দশেকে 'তিসরি মঞ্জিল'-এর ওই কঠিন কঠিন composition-গুলো অনায়াসে করায়ত্ত করে ফেলেছিলেন।'

এই ষাটের দশকের শুরুতেই গেয়েছেন 'অভি না যাও ছোড় কর কে দিল আভি ভরা নেহি'। জয়দবে-এর সুরে কালজয়ী রোম্যান্টিক গান আশা ভোঁসলে-মহম্মদ রফির কণ্ঠে। ছবি 'হামদোনো (১৯৬১)। এই দশকে হিন্দি সিনেমার জগতে নিজেকে এক অপরিহার্য বহুমুখী গায়িকা হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন আশা ভোঁসলে। পাশাপাশি বাংলা সিনেমা এবং বেসিক


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

গানেও। একাধিক সুরকারের সঙ্গে তাঁর জুটিতে চমৎকার চমৎকার সব হিট গান উপহার দিয়েছিলেন সংগীত-প্রেমীদের। বহু গান আছে সেই তালিকায়। তাই আলাদা করে উল্লেখ করা খুবই কঠিন।

আশা ভোঁসলে ছিলেন একেবারে ভিন্ন ধারার গায়িকা। তাঁর tonal texture বা সুরের বুনন ছিল সকলের চেয়ে ভিন্ন। এই সুরের বুননকে তাঁতির বুননকৌশলের সঙ্গে তুলনা চলে। অর্থাৎ তাঁতের অর্থাৎ সুতোর বিন্যাস গানের ছন্দ সুরের ছন্দ। তাঁতির হাতের ছোঁয়ায় যেমন একটা বেনারসি বা বালুচরি শাড়ি যেমন শিল্পসম্পদ হয়ে ওঠে, তেমনই আশার কণ্ঠে হয়ে উঠত সুরের বুননে। একটি শাড়ির মতো শিল্পিত।

হিন্দি সিনেমার গানে আশার অবদান আকাশচুম্বী সে আর বলে শেষ করা যাবে না। কত ছবির গানের আর কথা বলব। যদি কিছু গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় স্মরণে আসে তাহলে ফিরব। আপাতত আশা ভোঁসলের বাংলা গানে আসি।

আশা ভোঁসলের প্রয়াণ এবং উত্তমকুমারের একশো, দুটিই বিনোদনের আকাশে সবচেয়ে আলোচিত। আশা ভোঁসলেকে দিয়ে উত্তমকুমার তাঁর সুরে গান গাইয়েছিলেন ‘কাল তুমি আলেয়া’ ছবিতে। ছবির পরিচালক শচিন মুখোপাধ্যায়। পরিচালক গান লেখার ভার গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর ন্যস্ত করেছিলেন। আর পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ইচ্ছা

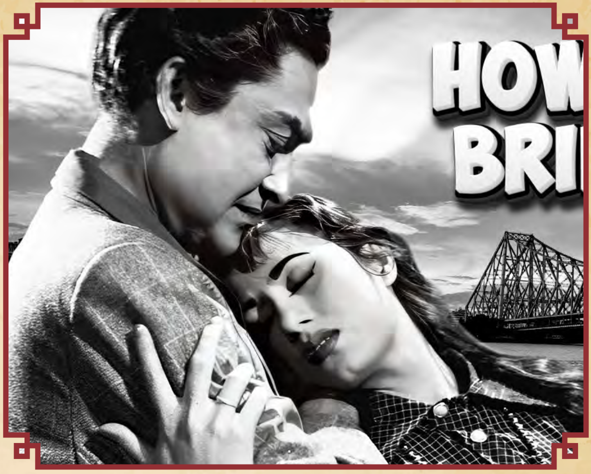

উত্তমকুমারকে দিয়ে সুর করাবেন। তাঁর ইচ্ছা প্রকাশ করা মাত্র ছবির পরিচালক হাতে স্বর্গ পেলেন। একদিন সময় করে ভাগ্নে উত্তমকুমারের বাড়ি গেলেন মামা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়। নিজের না-হলেও পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উত্তমকুমার মামা ডাকতেন।

তিনি কোনওরকম ভণিতা না-করে ভাগ্নে উত্তমকুমারের কাছে প্রস্তাবটি রাখলেন। তিনি বললেন, ‘আমি!’ ‘কাল তুমি আলেয়া’র নায়ক উত্তমকুমার সুরকার হতে একেবারেই রাজি নন। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় যাওয়ার আগে শুধু বলেছিলেন, ‘তুমি কি লেখায় ওপর সুর করবে? নাকি আগে সুর করবে পরে গান লিখব?’ এবার বললেন, ‘গানগুলো রেখে গেলাম দেখো।’

মামা পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় চলে যেতে গানগুলো দেখলেন উত্তমকুমার। পছন্দ হল, ভাল লাগল। একদিন হারমোনিয়াম টেনে বসলেন। হয়তো মনে মনে ভেবেছিলেন, দেখা যাক শেষপর্যন্ত। একদিন পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ‘বললেন, ঠিক আছে কিন্তু ‘একটু বেশি রাতে, মনের মানুষ ফিরল ঘরে’, ‘পাতা কেটে চুল বেঁধে সে টায়রা পরেছে’ গান দুটি আশা ভোঁসলে গাইবেন।’ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ঠিক

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

CELEBRATING
125
Years
বগলা চরণ কুণ্ডু
ঐতিহ্যের ছোঁয়ায় সাজুক
বিবাহের প্রতিটি বিশেষ মুহূর্ত
WHOLESALE & CORPORATE ORDERS : 8910369560
7980603470
www.bagalacharankundu.com
Shyambazar 5 Point Crossing
1 R.G.KAR ROAD, Kolkata, West Bengal 700004

আছে, তাই হবে।' আশা ভোঁসলে তো পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পূর্ব পরিচিত। বছর সাত আগে 'রাতের অন্ধকারে' ছবিতে একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। সেকথা পূর্বেই বলেছি। এছাড়া
তিনি, ভি বালসারা আর আশা-- তিনজনে চৌরঙ্গিতে ঘুরে বেড়াতেন বিকেলে। সেইসময় প্লেব্যাক গায়ক-গায়িকাদের ছবি বেরোতো না পত্রপত্রিকায়। ফলে আশা ভোঁসলে আরামসে ঘুরে বেড়াতেন। তিনি উঠেছিলেন গ্রযান্ড হোটেলে।
আশা ভোঁসলেকে বলতেই তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, কিন্তু বম্বে (মুম্বই) এসে আমাকে গান তোলাতে হবে।' অভিনেতা উত্তমকুমারের ওপর শ্রদ্ধা আছে আশার। কিন্তু সুরকার উত্তমকুমার সম্পর্কে কিছু জানা নেই। থাকার কথাও নয়। আশা ভোঁসলের তখন হিন্দি ছবির গানে বেশ নাম হয়েছে। গানের জগতে উত্তমকুমার বলতে বছর দশ আগে 'নবজন্ম' (১৯৫৬) ছবিতে নচিকেতা ঘোষের সুরে বেশ কয়েকটি গান গেয়েছিলেন। সেসব গান আশা ভোঁসলে শুনেছেন বলে মনে হয় না। সেসব প্রসঙ্গ থাক। উত্তমকুমারের দেওয়া সুর আশা ভোঁসলের বেশ ভাল লাগে। দুটি গানই গেয়েও ছিলেন চমৎকার! গানের মুড অনুযায়ী দৃশ্যায়নও ছিল অপূর্ব। বিশেষ করে, নীলিমা দাশের ঠোঁটে 'একটু বেশি রাতে, মনের মানুষ ফিরল ঘরে' দৃশ্যটি অসাধারণ! দুটি গানেই দৃশ্যের নাটকীয়তা বজায় রেখে গেয়েছিলেন আশা!
বেসিক এবং বাংলা সিনেমা, দুই মিলিয়ে আশা ভোঁসলে গেয়েছিলেন বিভিন্ন ধরনের গান। এত রকমফের সম্ভবত আর কোনও গায়িকা গেয়েছিলেন বলে মনে হয় না! তাই দশক ধরে নয় বা ক্রমানুসারে নয়, তাঁর গাওয়া গানের প্রসঙ্গে আসব নানাভাবে। এই যেমন ধরুন, পরিচালক বীরেশ চট্টোপাধ্যায়ের 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' (১৯৮৯) ছবিতে প্রথমে গাইলেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায় নিধুবাবুর টপ্পা 'এমন যামিনী মধুর চাঁদিনী', তারপর আশা ভোঁসলের কণ্ঠে


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# Dr. Sohini Sastri

2 times President award winning
world renowned Astrologer

Phone No.
+91 9163532538 / +91 9038136660

Website:
https://sohinisastri.com/

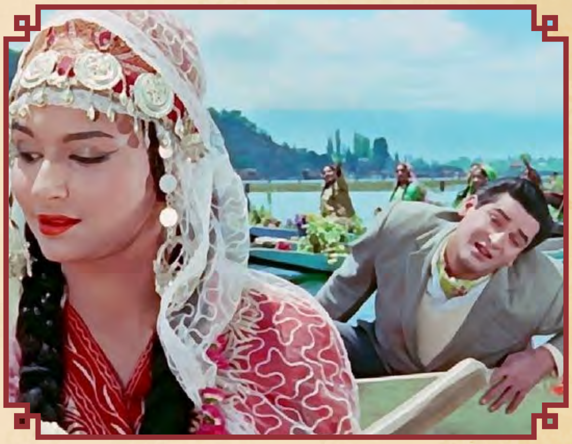

শুনলাম একই গান। রামকুমার চট্টোপাধ্যায় বাঙালির আবেগ। কিন্তু আশা ভোঁসলের কণ্ঠে একই গান শোনার পর কখনওই মনে আসবে এই তুলনা, রামকুমার না আশা কে ভাল গাইলেন। টপ্পাটি গাওয়া খুব সহজ কাজ ছিল না, কিন্তু অতি অনায়াসেই গেয়েছিলেন আশা! ঠিক এর উল্টো দিকে যাই, সেখানে দেখি 'ফরিয়াদ' (১৯৭১) ছবিতে বার সিংগার আদলে 'আজ দুজনায় মন্দ হলে মন্দ কি'। পাশাপাশি আশার গাওয়া একটি রোম্যান্টিক গানের কথা বলি। অ্যালবামের নাম 'চাঁদ হাসলে জোছনা'। গানটি হল 'এমন খুশির তুফান ওঠেনি আগে কোনদিন'। গানটির সুরকার-গীতিকার তপন মজুমদার। গানটির বাণী যেমন চমৎকার, তেমনই দরদভরা কণ্ঠে গেয়েছিলেন আশা ভোঁসলে। তাঁর গাওয়া বহু রোম্যান্টিক গান শুনেছি কিন্তু এইধরনের শুনেছি কিনা স্মরণে আসে না। আশা বাংলা বেসিক গানে বিপ্লব ঘটিয়েছিলেন, যেদিন থেকে তিনি রাহুল দেববর্মনের সুরে গান গাইতে থাকলেন। কয়েকটি গান তো cult হয়ে আছে। যে-তালিকায় বেশিরভাগ গানই সত্তর দশকে গাওয়া। যেমন: 'একটি কথা আমি যে শুধু জানি', 'একটি কথা হায় সে কইলো না', 'কথা দিয়ে এলে না', 'গুন গুন মন ভ্রমরা', 'জানি জানি আমি জানি আর তো কেউ', 'লক্ষ্মীটি দোহাই তোমার আঁচল টেনে ধোরো না', 'সন্ধ্যাবেলায় তুমি আমি বসে আছি দুজনে' ইত্যাদি ইত্যাদি। সম্ভবত ষাটের দশকে আশা গেয়েছিলেন দাদা হৃদয়নাথ মঙ্গেশকরের সুরে এবং সলিল চৌধুরীর কথায় 'জীবন গান গাহে কে যে' একেবারে ধ্রুপদাঙ্গের গান।

বাবুল বসুর সুরে, শ্যামল সেনগুপ্তের কথায় আশা গেয়েছিলেন 'মনে রেখো' অ্যালবামে 'ও গঙ্গা মা জন্মদায়িনীর মতো গো' আধুনিক গান হলেও গেয়েছিলেন ভক্তিমূলক আদলে। গানটি শুরু হয়েছে দু'পংক্তির স্তোত্রপাঠ দিয়ে। সবমিলিয়ে ভাল লাগে। বাংলা বেসিক হোক বা সিনেমার গান পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু আশা ভোঁসলের। অসংখ্য গান গেয়ে সমৃদ্ধ


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Authentic
Bengal Handlooms,
straight from
the Loom
A FIRM OF MORE THAN 100 YEARS
bnJ
Biswambhar Nag Das & Co.
TANGAIL
BALUCHORI
DHONIAKHALI
SHANTIPURI
LILEN
MOTKA
BHAGALPURI
KOTKI
KANTHA
PRINT
BAHA
WHOLESELLER
ENQUIRY
033 22729030
Biswambhar Nag Das & Co:
67, Burtolla Street, Burrabazar, Kolkata 700007

করে গেছেন বাংলা গানকে। প্রতিটি গানের উল্লেখ করে তার আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে লেখাও সম্ভব নয়। যদিও সেটা করতে পারলে আশা ভোঁসলের প্রতি justice হত। যদিও নতুন করে বলার কিছু নেই তাঁর গান নিয়ে। তবুও দুটি গানের উল্লেখ না-করে পারলাম না। দুটি গানই বাংলা সিনেমার গান। একটি ‘মেঘ কালো’ (১৯৭০), অন্যটি ১৩ বছর পরের ‘অপরূপা’ (১৯৮৩) ছবির। ‘মেঘ কালো’ ছবির গানটি হল, ‘আমি আপন করিয়া চাহিনি তবু তুমি তো আপন হয়েছো, জীবনের পথে ডাকিনি তোমায়, সাথে সাথে তুমি রয়েছো’। এমন পবিত্র-কণ্ঠে আমরা রবীন্দ্রসংগীত বা অতুলপ্রসাদের গান শুনে থাকি কিন্তু সিনেমার গান এর আগে কী আমরা শুনেছি! হয়তো শুনেছি কিন্তু স্মরণে নেই। গানটির গীতিকার প্রণব রায়, সুরকার পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। গানটি আশার কণ্ঠে অমন শ্রুতিমধুর লাগার কারণ মনে হয় তাঁর রবীন্দ্রসংগীতে মুনশিয়ানা। ‘অপরূপা’ ছবির গানটি ‘আঙুর আঙুর চোখ’। গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের লেখায় সুর করেছিলেন রাহুল দেববর্মন। এই গানটি কিন্তু বার সিংগারের। যেহেতু বাংলা সিনেমা


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন
www.rojkarananya.com

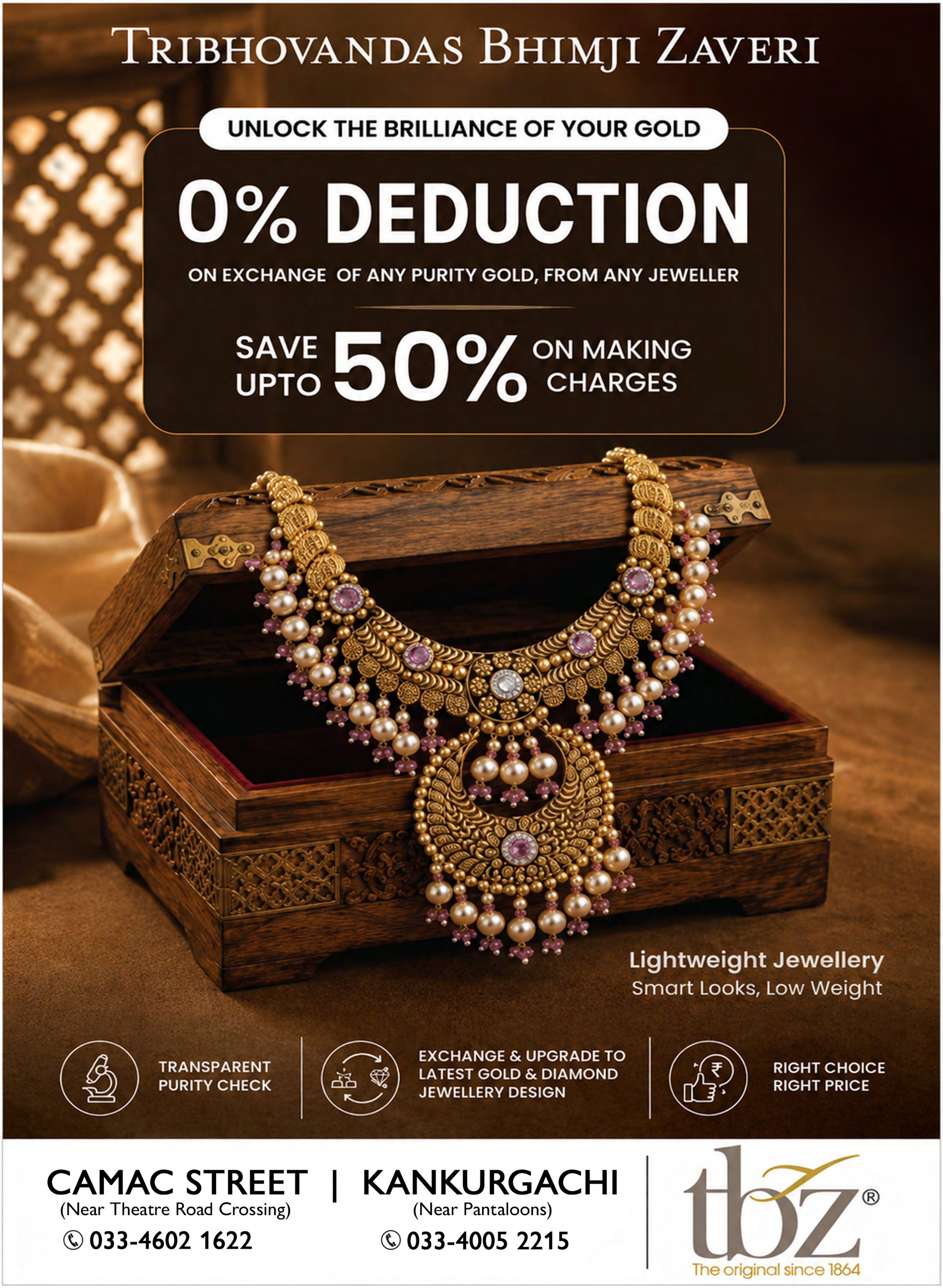
TRIBHOVANDAS BHIMJI ZAVERI
UNLOCK THE BRILLIANCE OF YOUR GOLD
0% DEDUCTION
ON EXCHANGE OF ANY PURITY GOLD, FROM ANY JEWELLER
SAVE UPTO 50% ON MAKING CHARGES
Lightweight Jewellery
Smart Looks, Low Weight
TRANSPARENT PURITY CHECK
EXCHANGE & UPGRADE TO LATEST GOLD & DIAMOND JEWELLERY DESIGN
RIGHT CHOICE RIGHT PRICE
CAMAC STREET | KANKURGACHI
(Near Theatre Road Crossing)
033-4602 1622
(Near Pantaloons)
033-4005 2215
tbz®
The original since 1864

পরিবেশ পরিস্থিতি ভিন্ন, কী সুন্দরভাবে মার্জিত কণ্ঠে গাওয়া! আশার দীর্ঘ গানজীবনে এই গানের উল্লেখ করা আবশ্যক।

আমার মনে হয়, আশা ভোঁসলের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কিছু লেখা অনাবশ্যক। তাই সেই ধার মাড়ালাম না। তবুও কয়েকটি ব্যাপার লিখতেই হয়, নইলে অনেক কিছু থেকে যাবে আড়ালে। যেমন, অনেকেই ধারণা পোষণ করেন লতা-আশার মুখ দেখাদেখি ছিল না। এটা ঠিক নয়। জানা যায়, অবসর পেলেই তিনি চলে আসতেন দিদি লতা মঙ্গেশকরের ফ্ল্যাটে। দুই বোনের ফ্ল্যাট ছিল পাশাপাশি। দু'জনেই তাস খেলতে ভালবাসতেন, অবসর পেলেই খেলতেন।

আশা ভোঁসলে বলেছিলেন, "আমার যখন শরীর খারাপ করত তখন দিদিকে দেখতাম ঠায় আমার মাথার কাছে বসে সেবাশুশ্রূষা করতে। দিদি অসুস্থ হলে আমিও করতাম। দিদির সঙ্গে মুখোমুখি হলেই পা-ছুঁয়ে প্রণাম করতাম। দিদি যদি বলত, 'পায়ে খুব ব্যথা', আমি তার পা টিপে দিতাম, যতক্ষণ না দিদি বলত, 'আর দিতে হবে না, এবার ঠিক আছে।'

আশা ভোঁসলে প্রতিদিন ভোরে রেওয়াজ করতেন নিয়ম করে! যদি কাজ না থাকত অর্থাৎ রেকর্ডিং বা স্টেজ পারফরম্যান্স না-থাকত, তাহলে সোজা প্রবেশ করতেন রান্নাঘরে। আশা ভোঁসলে পছন্দ করতেন লখনউয়ের খাবার। রান্না হত লখনউয়ের নানাবিধ পদ। তিনি এসব রান্না শিখেছিলেন হিন্দি ছবির নামী গীতিকার এবং কবি মজরুহ সুলতানপুরির স্ত্রীর কাছে। কিছু ভাল পদ হয়তো পৌঁছে যেত পাশের বাড়িতেও।

আশা ভোঁসলের সবচেয়ে অপছন্দ ছিল দিদি লতা মঙ্গেশকরের সঙ্গে তাঁর তুলনা। তিনি বলতেন, "দিদির মতো কেউ হবে না। দিদির গান আমি খুব শুনি, ভালবাসি। কী অপূর্ব তার কণ্ঠ! অসাধারণ স্টাইল! দিদি আমার প্রণম্য।" (গ্রন্থ ঋণ: Yesterday Melodies Today's Memories, Manek Premchand).

আমাকে একজন 'উন্নতি' শব্দের ব্যাখ্যা করেছিলেন, 'উঁচুতে নতি স্বীকার।' আশা ভোঁসলে হয়তো সেভাবেই ব্যাখ্যা করতেন। নইলে সাফল্যের শিখরে পৌঁছেও মাটিতে হাঁটতেন। প্রয়াণের পর সুরের আকাশে শুকতারা হয়ে জ্বলজ্বল করছেন আশা ভোঁসলে।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

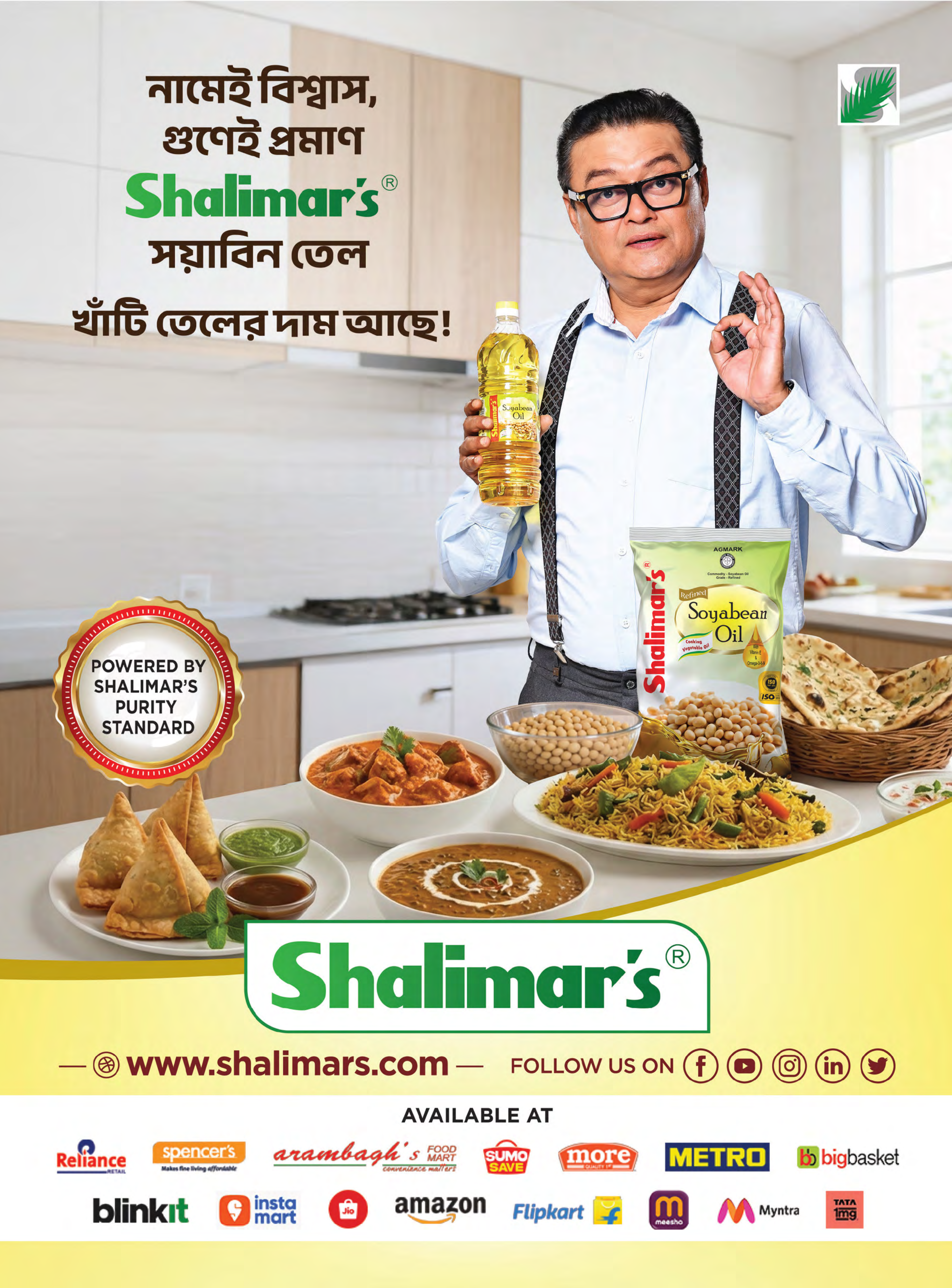

নামেই বিশ্বাস,
গুণেই প্রমাণ
Shalimar's®
সয়াবিন তেল
খাঁটি তেলের দাম আছে!
Soyabean Oil
AGMARK
Refined
Soyabean Oil
Shalimar's
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
Shalimar's®
www.shalimars.com
FOLLOW US ON
AVAILABLE AT
Reliance RETAIL
spencer's
arambagh's FOOD MART
SUMO SAVE
more
METRO
bigbasket
blinkit
instamart
amazon
Flipkart
meesho
Myntra
TATA 1mg

# সুরের সঙ্গে সাজেরও সম্রাজ্ঞী:

## শাড়িতে ধরা পড়ত আশা ভোঁসলে-র ব্যক্তিত্ব

ভারতীয় সঙ্গীতজগতের ইতিহাসে এমন শিল্পীর সংখ্যা খুব বেশি নয়, যাঁদের নাম উচ্চারণ করলেই একই সঙ্গে মনে পড়ে কণ্ঠের জাদু এবং ব্যক্তিত্বের দীপ্তি। আশা ভোঁসলে ছিলেন ঠিক তেমনই এক শিল্পী। তাঁর গান যেমন উচ্ছ্বল, প্রাণবন্ত এবং বহুরূপী, তেমনই ছিল তাঁর সাজগোজও। মঞ্চে উঠলেই তিনি যেন হয়ে উঠতেন সম্পূর্ণ এক 'পারফর্মার'। শুধু গান নয়, তাঁর পোশাক, অলঙ্কার, মেকআপ সব কিছুতেই ছিল আলাদা এক স্বাক্ষর। আশার সাজকে অনেকেই বলতেন 'গ্ল্যামারাস'। আবার কেউ কেউ কটাক্ষ করে বলতেন 'চড়া'। কিন্তু সমালোচনায় কান দেওয়ার মানুষ তিনি ছিলেন না। বরং নিজের পছন্দ, নিজের ব্যক্তিত্ব এবং নিজের শিল্পীসত্তাকেই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন সারাজীবন। সেই কারণেই হয়তো আজও তাঁর শাড়ি, টিপ, মুক্তোর মালা কিংবা হাতে ঝোলানো ব্রেসলেট সবই তাঁর পরিচয়ের অংশ হয়ে রয়েছে। তিনি সাধারণ অর্থে শুধু একজন গায়িকা বলা যায় না। তিনি ছিলেন এক সম্পূর্ণ উপস্থিতি। তাঁর গানের সঙ্গে তাঁর সাজ যেন অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে ছিল। যে শিল্পী 'পিয়া তু', 'দম মারো দম' কিংবা 'কিনে দে রেশমি চুড়ি' গাইতে পারেন, তাঁর ব্যক্তিত্বেও তো কিছুটা রং, ঝলক আর প্রাণচাঞ্চল্য থাকবেই। তাই আশার সাজ কখনও নিছক বাহুল্য হয়ে ওঠেনি। বরং তাঁর শিল্পীসত্তারই সম্প্রসারণ হয়ে উঠেছিল।

মঞ্চেও তাঁর উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। কখনও চওড়া লালপাড় কাঞ্জিভরম, কখনও ঝলমলে পৈঠানি, কখনও বা


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

সোনালি জরির বেনারসি প্রতিটি শাড়িতেই ছিল রাজকীয়তার ছাপ। তবে শুধু শাড়ি পরলেই তো হয় না, কী ভাবে সেই শাড়িকে নিজের ব্যক্তিত্বের অংশ করে তুলতে হয়, তা খুব ভাল ভাবেই জানতেন আশা। রংমিলান্তি ব্লাউজ, গলায় মুক্তো বা সোনার ভারী হার, হাতে চওড়া ব্রেসলেট, কানে দুল সব কিছু মিলিয়ে তাঁর সাজ হয়ে উঠত সম্পূর্ণ। তাঁর সময়কার অনেক শিল্পীই ছিলেন অনেক বেশি সংযত সাজে অভ্যস্ত। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, গীতা দত্ত কিংবা বা লতা মঙ্গেশকর অধিকাংশ সময়েই দেখা গিয়েছে সাদামাটা শাড়ি, হালকা গয়না আর প্রায় মেকআপহীন মুখে। কিন্তু আশা যেন অন্য রাস্তা বেছে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন, মঞ্চে গান গাইতে গেলে শুধু কণ্ঠ নয়, উপস্থিতিও গুরুত্বপূর্ণ। সেই কারণেই সময় নিয়ে সাজতেন তিনি। স্টুডিয়োয় গান রেকর্ড করার সময়ের সাজ এক রকম, আবার লাইভ অনুষ্ঠানের সাজ অন্য রকম। কপালে বড় গোল টিপ ছিল তাঁর অন্যতম পরিচয়। অনেক সময় শাড়ির রঙের সঙ্গে মিলিয়ে চুলে ফুল পরতেন। কাজল, মাসকারা, ফাউন্ডেশন, লাইনার, লিপস্টিক কোনও কিছুতেই কার্পণ্য করতেন না। অথচ আশ্চর্যের বিষয়, এত কিছু থাকার পরেও তাঁর সাজ কখনও বেমানান লাগত না। বরং মনে হত, তিনি জানেন কোথায় থামতে হয়। এই ভারসাম্যই তাঁকে অন্যদের থেকে আলাদা করেছে। তবে শুধুই সাজ নয়, শাড়ির প্রতি আশার আবেগও ছিল

গভীর। একাধিক সাক্ষাৎকারে তিনি জানিয়েছেন, শাড়ি তাঁর কাছে শুধুমাত্র পোশাক নয়, ভারতীয় সংস্কৃতির ইতিহাস। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের তাঁত, নকশা, রং এবং কারুকাজ যেন তাঁর শাড়ির আলমারিতে জায়গা করে নিয়েছিল। কাঞ্জিভরম, পৈঠানি, চান্দেরি, সম্বলপুরী, ইক্কত, অসম সিল্ক, বেনারসি কী ছিল না তাঁর সংগ্রহে! আবার সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিফন, জর্জেট, অরগ্যাঞ্জা কিংবা লখনউ চিকনের শাড়িও পরেছেন সমান স্বচ্ছন্দে।

ফ্যাশনের প্রতি তাঁর সচেতনতা ছিল বিস্ময়কর। যখন যে শাড়ির ট্রেন্ড চলেছে, কোনও না কোনও অনুষ্ঠানে সেই ধরনের শাড়িতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। এমনকি বলিউডের নামী ফ্যাশন ডিজাইনার মণীশ মালহোত্রা-র হয়ে র‍্যাম্পেও হাঁটতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। বয়স তখন অনেকটাই বেড়েছে। কিন্তু আত্মবিশ্বাসে এতটুকু ঘাটতি ছিল না। বরং তিনি প্রমাণ করেছিলেন, ফ্যাশনের সঙ্গে বয়সের কোনও সম্পর্ক নেই। তবে আশার শাড়িপ্রীতির পিছনে শুধু নান্দনিকতা ছিল না, ছিল গভীর ব্যক্তিগত আবেগও। তাঁর ছেলে আনন্দ নাকি ছোটবেলা থেকেই মাকে শাড়ি পরা অবস্থাতেই দেখতে ভালবাসতেন। এক সাক্ষাৎকারে আশা নিজেই বলেছিলেন, ছেলে তাঁকে জানিয়েছিল, শাড়িতে তাঁকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। সেই কথাই এত গভীর ভাবে মনে গেঁথে গিয়েছিল যে, শাড়ি ছেড়ে অন্য পোশাক পরার কথা প্রায় ভাবতেই পারেননি তিনি। বিদেশ সফরে কিংবা দীর্ঘ বিমানযাত্রার সময় মাঝেমধ্যে সালোয়ার-কামিজ, ট্রাউজ়ার বা চুড়িদার পরেছেন ঠিকই, কিন্তু তা হাতে গোনা কয়েকবার। কারণ তাঁর কাছে ছেলের আবদার ছিল অমূল্য। একজন মায়ের কাছে সন্তানের পছন্দ-অপছন্দ কতখানি গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে, আশার জীবন যেন তারই এক নিখুঁত উদাহরণ।

আশার সাজে যে বিষয়টি সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ত, তা হল তাঁর আত্মবিশ্বাস। অনেক সময়ই শিল্পী বা অভিনেত্রীরা বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে আড়াল করতে চান। কিন্তু আশা কখনও নিজেকে লুকিয়ে রাখেননি। বরং বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও উজ্জ্বল হয়েছেন। রঙিন শাড়ি, ঝলমলে গয়না, উজ্জ্বল লিপস্টিক সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সমান স্বচ্ছন্দ। সমাজের প্রচলিত ধারণা বা 'এই বয়সে এটা মানায় না' ধরনের মন্তব্যকে তিনি কোনও দিন গুরুত্ব দেননি। মঞ্চে গান


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

The Free Farm®
সুস্থ জীবনের
যাত্রা শুরু হোক
ফ্রি ফার্মের সঙ্গে
Unzip your key to Wellness
The Free Farm
PREMIUM
CHIA SEEDS
PREMIUM
SUNFLOWER SEEDS
Raw and unroasted seeds - A superfood for a healthier you!
PREMIUM
FLAX SEEDS
PREMIUM
PUMPKIN SEEDS
www.thefreefarm.co.in
Follow us on |
Available in

গাওয়ার সময় তাঁর হাতের ব্রেসলেটের সঙ্গে ঝুলতে থাকা মুক্তোর মালা দুলত তালের সঙ্গে। সেই দৃশ্য যেন তাঁর পারফরম্যান্সেরই অংশ হয়ে উঠত। শোনা যায়, অনেক সময় অনুষ্ঠানের মাঝখানে গ্রিনরুমে গিয়ে পোশাক পরিবর্তনও করতেন তিনি। আজকের দিনে যা খুব স্বাভাবিক মনে হলেও, সেই সময়ে বিষয়টি যথেষ্ট ব্যতিক্রমী ছিল। আশা বুঝেছিলেন, শিল্পী হিসেবে নিজেকে কী ভাবে উপস্থাপন করতে হয়। বর্তমানে যাকে 'স্টেজ পার্সোনা' বলা হয়, বহু বছর আগে থেকেই তা রপ্ত করেছিলেন তিনি। আজকের গায়ক-গায়িকারা যেখানে 'ইমেজ ম্যানেজমেন্ট' নিয়ে সচেতন, আশা সেখানে অনেক আগেই বুঝে গিয়েছিলেন যে দর্শক শুধু গান শোনেন না, শিল্পীকেও দেখেন। তবে তাঁর সাজ কখনও কৃত্রিম হয়ে ওঠেনি। কারণ সেই সাজের ভিতরে ছিল তাঁর স্বাভাবিক প্রাণচাঞ্চল্য। তিনি যেমন প্রাণ খুলে হাসতেন, তেমনই প্রাণ খুলে সাজতেন। তাঁর পোশাক যেন তাঁর মনের রঙকেই প্রকাশ করত।

জীবনের শেষ সময়েও সেই পরিচিত ছবিটাই ধরা পড়েছে। সবুজ সিল্কের শাড়ি, গলায় মুক্তোর হার, কপালে টিপ যেন চিরচেনা আশা। মৃত্যুর পরেও তাঁর সাজে ছিল ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর। যেন শেষ মুহূর্তেও তিনি বলে গিয়েছেন, সৌন্দর্য মানে কেবল বাহ্যিক চাকচিক্য নয়, বরং নিজের সত্তাকে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বহন করার ক্ষমতা। আজকের দিনে ফ্যাশন নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়। কিন্তু আশার ফ্যাশনবোধের সবচেয়ে বড় শিক্ষা সম্ভবত এটাই নিজেকে লুকিয়ে নয়, নিজের মতো করেই প্রকাশ করতে হয়। তিনি কখনও ট্রেন্ডের পিছনে ছুটে নিজেকে বদলাননি। বরং নিজের ব্যক্তিত্ব দিয়েই ট্রেন্ড তৈরি করেছেন। তাই তিনি শুধু সুরের সম্রাজ্ঞী নন, তিনি ভারতীয় ফ্যাশন ও ব্যক্তিত্বেরও এক অনন্য প্রতীক। তাঁর গান যেমন সময় পেরিয়ে আজও সমান জনপ্রিয়, তেমনই তাঁর শাড়ি, টিপ আর উজ্জ্বল উপস্থিতিও আজও রয়ে গিয়েছে স্মৃতির অ্যালবামে অমলিন হয়ে।

নিজস্ব প্রতিনিধি


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হাজার রকম গিমিক-বাজি
ভুলে গিয়ে এবার,
ঘরে আনুন
সেরার সেরা সর্ষের তেল
Shalimar's®
POWERED BY SHALIMAR'S PURITY STANDARD
MUSTARD OIL
Shalimar's
MUSTARD OIL
Net Quantity at 30°C 5 Litre (4550g.)
Shalimar's
MUSTARD OIL
Triple Filtered
Shalimar's®
www.shalimars.com
FOLLOW US ON
AVAILABLE AT
Reliance RETAIL
spencer's Makes fine living affordable
arambagh's FOOD MART convenience matters
SUMO SAVE
more
METRO
bigbasket
blinkit
instamart
Jio
amazon
Flipkart
meesho
Myntra
TATA 1mg

# সুরের সম্রাজ্ঞীর স্বাদের জাদু

সুস্মিতা মিত্র

ভারতীয় সঙ্গীতের কিংবদন্তি আশা ভোঁসলে শুধু তাঁর সুরেলা কণ্ঠের জন্যই নন, বরং তাঁর অসাধারণ রন্ধনপ্রতিভার জন্যও সমানভাবে পরিচিত ছিলেন। গান যেমন তাঁর জীবনকে ছন্দে বেঁধেছিল, তেমনই রান্না ছিল তাঁর আত্মার এক অন্য অভিব্যক্তি। তাঁর প্রিয় খাবারগুলির মধ্যেই লুকিয়ে ছিল তাঁর জীবনযাত্রা, ভ্রমণ, এবং সংস্কৃতির নানা স্তর। রান্নার প্রতি তাঁর ভালোবাসা শুরু হয় খুব ছোটবেলায়। বাবার নাট্যদলের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর সময় তিনি রান্নাঘরের বড় বড় হাঁড়ি, সকলে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া, এই সবকিছুর মধ্যে এক অদ্ভুত আনন্দ খুঁজে পেতেন। আর সবচেয়ে বেশি তৃপ্তি পেতেন খাওয়া শেষে মানুষের মুখে হাসি দেখে। এই অনুভূতিই ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে রন্ধনের প্রতি গভীর অনুরাগ তৈরি করে।

আশা ভোঁসলের প্রিয় খাবারের তালিকা ছিল বৈচিত্র্যে ভরপুর। বিশেষভাবে তাঁর পছন্দের মধ্যে ছিল পেশোয়ারি ‘মা কি ডাল’, যা তিনি স্থানীয়দের কাছ থেকে শিখেছিলেন। পাশাপাশি বরণ ভাত, সোল কাড়ি, এমনকি বাঙালি রান্নাও তাঁর প্রিয় তালিকায় জায়গা করে নিয়েছিল। বলিউড মহলেও তাঁর রান্নার সুনাম ছিল অপরিসীম। বিরিয়ানি, চিকেন বা মাটনের বিভিন্ন পদ প্রায়ই তিনি নিজে রান্না করে অতিথিদের খাওয়াতেন। সমানভাবে রান্না শেখার ক্ষেত্রেও তিনি কখনও থেমে থাকেননি। সহকর্মী ও বন্ধুদের কাছ থেকেও তিনি নিয়মিত রেসিপি সংগ্রহ করতেন। যেমন, অভিনেত্রী মালা সিনহা-র কাছ থেকে শিখেছিলেন মোমো বানানো। আবার গীতিকার মাজরুহ সুলতানপুরী-র স্ত্রীর কাছ থেকে শিখেছিলেন লখনউয়ের নবাবী


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
রান্নায় আসুক দেশী স্বাদ
শালিমার শেফ মশলা সাথে থাক
Shalimar's®
CHEF
Spices
AGMARK
Turmeric Powder
GARAM MASALA STANDARD GRADE
Shalimar's
CHEF
Spices
Net Weight: 100g
AGMARK
GARAM MASALA
Shalimar's®
CHEF
Spices
Black Pepper
Powder
Available in:
Flipkart
blinkit
spencer's
zepto
more.
METRO
hyperpure

রান্না। এছাড়াও বিভিন্ন দেশে সফরের সময় স্থানীয় খাবারের রেসিপিও নোট করে আনতেন বলে শোনা যায়। বাংলার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার সূত্রে বাঙালি রান্নার প্রতিও ছিল আলাদা টান।

রান্নার প্রতি এই ভালোবাসাই তাঁকে রেস্তোরাঁ ব্যবসায় নিয়ে আসে। ২০০২ সালে দুবাইয়ের ওয়াফি সিটিতে তিনি শুরু করেন তাঁর প্রথম রেস্তোরাঁ 'Asha's'। এরপর তা ধীরে ধীরে আন্তর্জাতিক চেইনে পরিণত হয়। দুবাই, কুয়েত, কাতার, বাহরাইন থেকে শুরু করে লন্ডন, ম্যানচেস্টার ও বার্মিংহাম পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। লক্ষ্য করলে দেখবেন, এই রেস্তোরাঁর মেনুতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনের যাত্রাপথ, শৈশবের নাট্যদল থেকে আন্তর্জাতিক মঞ্চ পর্যন্ত। প্রতিটি পদ যেন এক একটি স্মৃতি, এক একটি গল্প। শোনা যায়, প্রতি সপ্তাহে তাঁর বাড়িতে ৬০-৭০ জন অতিথি আসতেন। এবং তিনি নিজেই বড় হাঁড়িতে রান্না করে সবাইকে খাওয়াতেন। একবার তিনি বলেছিলেন, "গান আর রান্না দুটোই হৃদয় থেকে আসে। ভালোবাসা দিয়ে তৈরি করতে হয়।" এমনকি হলিউড তারকা টম ক্রুজ-ও তাঁর রেস্তোরাঁয় খাবার খেয়ে ভুয়সী প্রশংসা করেছিলেন। সুরের সম্রাজ্ঞীর জীবন প্রমাণ করে, শিল্পের কোনো সীমানা নেই। সুরের জগত থেকে রান্নাঘর সব জায়গাতেই তিনি ছিলেন সমান সাবলীল, যেখানে সুর আর স্বাদ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

বিখ্যাত গীতিকার মাজরুহ সুলতানপুরী-র স্ত্রীর কাছ থেকে তিনি শিখেছিলেন লখনউয়ের বিখ্যাত নবাবী রান্না। এই সংকলনে রইলো তেমনই একডজন বিখ্যাত পদের নবাবী আয়োজন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

হোটেল
পুলিনপুরী (পুরী)
Hotel Pulin Puri (Puri)
SWARGADWAR, PURI-752001, ODISHA
Ph : (06752) 222 360, 220 700
Fax : (06752) 221 700
mail : hotelpulinpuri@yahoo.com
Online Booking : www.hotelpulinpuri.com
হোটেল
নিউ সি-হক
(পুরী)
HOTEL NEW SEA HAWK(PURI)
NEW MARINE DRIVE, SWARGADWAR,
PURI-752001, ODISHA
Email : hotelnewseahawk@yahoo.co.in
Ph : (06752) 231 500, 231 400, Fax : 230 268
Online Booking : www.hotelnewseahawk.com
We Have No Connection With
Hotel Sea Hawk (Digha)
Kolkata Booking :
48A, Dr. Sundari Mohan Avenue
, 1st floor (Opp.Ladies Park),
Kolkata - 700014
Ph : (033) 2289 7578
9007857627, 9831289141.

# চিকেন তেহারি

## কী কী লাগবে

- চিকেন ৫০০ গ্রাম
- গোবিন্দভোগ চাল ২ কাপ
- পেঁয়াজ কুচি ২টি বড়
- আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ
- টকদই ১/২ কাপ, কাঁচালঙ্কা ৩-৪টি
- Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- তেজপাতা ২টি
- দারুচিনি ১ ইঞ্চি
- এলাচ ৩টি
- লবঙ্গ ৪টি
- জিরে ১/২ চা চামচ
- Shalimar's সর্ষের তেল বা ঘি ৪ টেবিল চামচ
- লবণ স্বাদমতো
- জল ৪ কাপ
- ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ

কৌশিকী সরকার

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে চাল ধুয়ে ২০ মিনিট ভিজিয়ে রাখুন। কড়াইয়ে তেল বা ঘি গরম করে তেজপাতা দারুচিনি এলাচ লবঙ্গ জিরে ফোড়ন দিন। তারপর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি করে ভাজুন। এরপর আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষান। সব গুঁড়ো মশলা দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার চিকেন দিয়ে মাঝারি আঁচে কষান যতক্ষণ না তেল ছাড়ে। টকদই ও কাঁচালঙ্কা দিয়ে আবার মিশিয়ে নিন। ভেজানো চাল জল ঝরিয়ে, ওর মধ্যে দিয়ে চিকেনের সঙ্গে হালকা নেড়ে নিন। এবার জল ও লবণ দিয়ে ঢেকে দিয়ে কম আঁচে রান্না করুন, যতক্ষণ চাল সেদ্ধ ও জল শুকিয়ে আসে। শেষে গরম মশলা ও ধনেপাতা ছড়িয়ে ঢেকে ৫ মিনিট দমে রেখে গরম গরম পরিবেশন করুন। ওপর থেকে সামান্য ঘি ছড়ালে স্বাদ আরও জমে যাবে।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

As seen in
SHARK TANK INDIA
SEASON 4
Introducing
Nutriplates
by nanighar®
POWERED BY
Shalimar's®
nanighar®
nanighar®
nanighar®
Launching
soon!

## কী কী লাগবে

- মুরগির মাংস (লেগ পিস) ৫০০ গ্রাম
- টকদই ১ কাপ
- আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
- তন্দুরি মশলা ১ টেবিল চামচ
- Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices জিরা গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- নুন স্বাদমতো
- Shalimar's Sunflower তেল বা মাখন প্রয়োজনমতো (ব্রাশ করার জন্য)

## কীভাবে বানাবেন

একটি বড় পাত্রে টক দই, আদা-রসুন বাটা, লেবুর রস, সব মশলা ও নুন ভালো করে মিশিয়ে ম্যারিনেড তৈরি করুন। ধোয়া মুরগির লেগ পিসে গভীর চিরে ম্যারিনেড ভালোভাবে মাখিয়ে ঢেকে ৩-৪ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখুন। গ্যাসে বানাতে চাইলে গ্রিল প্যানে সামান্য তেল দিয়ে মাঝারি আঁচে ১৫-২০ মিনিট মুরগি ভাজুন, মাঝে মাঝে উল্টে মাখন/তেল ব্রাশ করুন। ওভেনে বানাতে চাইলে ২০০° সেলসিয়াসে প্রি-হিট করে বেকিং ট্রেতে মুরগির মাংস সাজিয়ে তেল ব্রাশ করে ৩০ মিনিট বেক করুন, মাঝপথে উল্টে আবার তেল ব্রাশ করুন। ইচ্ছে মতো সাজিয়ে পরিবেশন করুন গ্রিন চাটনি ও স্যালাডের সঙ্গে।

# তন্দুরি চিকেন

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

প্রতিটি চুমুকে থাক আসল চায়ের স্বাদ
আর ভরপুর সতেজতা..
Natural Aroma with Refreshing Taste
Shalimar's®
DELIGHT
Tastea Cup
Natural Aroma
Baatein Rukni Nahi Chahiye..
Natural Aroma with Refreshing Taste
Shalimar's®
SUPER
Tastea Cup
Natural Aroma
Shalimar's®
www.shalimars.com
FOLLOW US ON
AVAILABLE AT
Reliance RETAIL
spencer's Makes fine living affordable
arambagh's FOOD MART convenience matters
SUMO SAVE
more
METRO
bigbasket
blinkit
insta mart
Jio
amazon
Flipkart
meesho
Myntra
TATA 1mg

# চিকেন টিক্কা

## কী কী লাগবে

- চিকেন (বোনলেস) ৫০০ গ্রাম
- লেবুর রস ২ টেবিল চামচ
- কাঁচালঙ্কা বাটা ১ টেবিল চামচ
- আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ, নুন স্বাদমতো
- Shalimar's Sunflower তেল ৩ টেবিল চামচ
- ঘি ২ টেবিল চামচ
- বেসন ২ টেবিল চামচ
- Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো ২ টেবিল চামচ
- টকদই (জল ঝরানো) ১/২ কাপ
- Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices কসৌরি মেথি ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- মাখন বা ঘি ব্রাশ করার জন্য ২ টেবিল চামচ, কাঠকয়লা ১ টুকরো

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে লেবুর রস, কাঁচালঙ্কা, আদা-রসুন বাটা ও নুন দিয়ে চিকেন মাখিয়ে ১ ঘণ্টা রেখে দিন। কড়াইয়ে তেল ও ঘি গরম করে আঁচ কমিয়ে বেসন দিয়ে ২ মিনিট নেড়ে ঠান্ডা করে রাখুন। অন্যদিকে গরম তেলে আঁচ বন্ধ করে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে নিন। একটি পাত্রে মেরিনেট করা চিকেন নিয়ে তেল-লঙ্কার মিশ্রণ, জল ঝরানো দই, ধনে-জিরে গুঁড়ো, কসৌরি মেথি, গোলমরিচ ও বেসনের মিশ্রণ দিয়ে ভালো করে মাখান। এবার ২-৩ ঘণ্টা ঢেকে রেখে দিন। ধোঁয়ার ফ্লেভারের জন্য একটি বাটিতে জ্বলন্ত কাঠকয়লা রেখে ঘি ঢেলে পাত্র ঢেকে দিন। এরপর চিকেন কাঠিতে গেঁথে তন্দুর বা তাওয়ায় মাঝারি আঁচে সেঁকুন এবং মাঝে মাঝে ঘি বা মাখন ব্রাশ করে সব দিক সমানভাবে রান্না করুন। গ্রিন চাটনির সঙ্গে পরিবেশন করুন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
নরম, মসৃণ ও
উজ্জ্বল ত্বকের
গোপন রহস্য!
Shalimar's®
Moisturizing
Body Oil
200ml.
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
SUMO SAVE
hyperpure

## কী কী লাগবে

- পাউরুটি ৬ টুকরো
- ঘি অথবা Shalimar's Soy-abean তেল ৪ টেবিল চামচ
- ফুল ফ্যাট দুধ ১ লিটার
- চিনি ১/২ কাপ
- জল ১/২ কাপ
- এলাচ ৪টি
- জাফরান ১ চিমটি
- কনডেন্সড মিল্ক ১/৪ কাপ
- কুচানো বাদাম ২ টেবিল চামচ
- কুচানো পেস্তাবাদাম ২ টেবিল চামচ
- গোলাপ জল ১ চা চামচ

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে অর্ধেক কমিয়ে ঘন করে নিন। এতে কনডেন্সড মিল্ক এলাচ ও জাফরান মিশিয়ে রাবড়ি তৈরি করে রাখুন। অন্যদিকে চিনি ও জল দিয়ে হালকা সিরা তৈরি করুন। পাউরুটির চারপাশ কেটে ত্রিভুজ আকারে কেটে ঘি অথবা তেলে সোনালি করে ভেজে নিন। এবার ভাজা পাউরুটি সিরায় হালকা ডুবিয়ে তুলে নিন। একটি প্লেটে সাজিয়ে তার উপর রাবড়ি ঢেলে দিন। শেষে বাদাম পেস্তা বাদাম ও গোলাপ জল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

# শাহী টুকরা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LSG MULTISPECIALITY
HOSPITAL
আপনজনের মতো
আপনার পাশে
+91 9836804935
24
HOURS
SERVICE
6M57+86G, Ranaghat Rd, Ranaghat,
Kamalpur, West Bengal 741201

# কেশরি কুলফি

## কী কী লাগবে

- ফুল ফ্যাট দুধ ১ লিটার
- কনডেন্সড মিল্ক ১/২ কাপ
- চিনি ১/৪ কাপ
- এলাচ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- জাফরান ১ চিমটি
- কুচানো বাদাম ২ টেবিল চামচ
- কুচানো পেস্তাবাদাম ২ টেবিল চামচ
- কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ
- ঠান্ডা দুধ ২ টেবিল চামচ
- গোলাপ জল ১ চা চামচ

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে দুধ জ্বাল দিয়ে অর্ধেক কমিয়ে নিন। এতে কনডেন্সড মিল্ক ও চিনি দিয়ে নেড়ে মিশিয়ে নিন। কর্নফ্লাওয়ার অল্প দুধে গুলে এতে মিশিয়ে ঘন করুন। এবার এলাচ গুঁড়ো জাফরান ও ড্রাই ফ্রুটস কুচি দিয়ে ভালো করে নাড়ুন। গ্যাস বন্ধ করে গোলাপ জল মিশিয়ে ঠান্ডা হতে দিন। তারপর কুলফির ছাঁচে ঢেলে ৬-৮ ঘণ্টা ফ্রিজে জমতে দিন। জমে গেলে ছাঁচ থেকে বের করে ঠান্ডা ঠান্ডা পরিবেশন করুন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkaranannya.com

Follow us on :
www.shalimars.com
Shalimar's®
ফুলের সুবাসে ভরা
প্রতিটি ফোঁটা
আর শালিমারের
প্রতিশ্রুতি!
Shalimar's
JASMINE
Available in:
Flipkart
spencer's
METRO
zepto
more.
METRO
hyperpure

# বাটার চিকেন

## কী কী লাগবে

- চিকেন ৫০০ গ্রাম
- জল ঝরানো টকদই ১/২ কাপ
- আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ
- লেবুর রস ১ টেবিল চামচ, Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা ১/২ চা চামচ
- নুন স্বাদমতো
- মাখন ৩ টেবিল চামচ
- Shalimar's Sunflower তেল ১ টেবিল চামচ
- টমেটো পিউরি ১ কাপ
- Shalimar's Chef Spices কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ
- চিনি ১ চা চামচ
- ফ্রেশ ক্রিম ১/২ কাপ
- কাজুবাদাম বাটা ২ টেবিল চামচ
- Shalimar's Chef Spices কসৌরি মেথি ১ চা চামচ
- জল ১/২ কাপ

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে চিকেনের সঙ্গে টকদই, আদা-রসুন বাটা, লেবুর রস, লঙ্কা গুঁড়ো, হলুদ গুঁড়ো, নুন মিশিয়ে ১-২ ঘণ্টা মেরিনেট করুন। কড়াইয়ে তেল ও সামান্য মাখন গরম করে মেরিনেট করা চিকেন হালকা ভেজে তুলে রাখুন। একই কড়াইয়ে বাকি মাখন দিয়ে টমেটো পিউরি ও কাশ্মীরি লঙ্কা গুঁড়ো দিয়ে কষান যতক্ষণ তেল ছাড়ে। এবার কাজুবাদাম বাটা ও অল্প জল দিয়ে নেড়ে নিন। ভাজা চিকেন দিয়ে ঢেকে ১০ মিনিট রান্না করুন। এরপর চিনি কসৌরি মেথি গরম মশলা ও ফ্রেশ ক্রিম মিশিয়ে আরও ৫ মিনিট কম আঁচে রান্না করুন। শেষে মাখনের টুকরো দিয়ে নামিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন উল্টা তাওয়া পরোটার সঙ্গে।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

Nestlé
Good food, Good life
Nestlé
Milkmaid
Nestlé
Milkmaid
recipes @
www.milkmaid.in
Suggested recipe
recipes @
www.milkmaid.in
Create Sweet Stories

# চাপলি কাবাব

## কী কী লাগবে

- চিকেন কিমা ৫০০ গ্রাম
- পেঁয়াজ কুচি ১টি মাঝারি
- টমেটো কুচি ১টি ছোট
- কাঁচালঙ্কা কুচি ২-৩টি
- আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- ধনেপাতা কুচি ৩ টেবিল চামচ
- পুদিনা পাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
- কর্নফ্লাওয়ার বা বেসন ২ টেবিল চামচ
- ডিম ১টি
- ধনে ১ টেবিল চামচ
- জিরে ১ চা চামচ
- জোয়ান ১/২ চা চামচ
- চিলি ফ্লেক্স বা Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো দেড় চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices চাট মশলা ১/২ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা ১ চা চামচ
- আনারদানা গুঁড়ো ১ টেবিল চামচ
- নুন স্বাদমতো
- লেবুর রস ১ টেবিল চামচ
- Shalimar's Soyabean তেল ভাজার জন্য
- মাখন ১ টেবিল চামচ

মৌমিতা কুণ্ডু মল্ল

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ধনে জিরে ও জোয়ান শুকনো খোলায় হালকা ভেজে গুড়িয়ে নিন। একটি বড় বাটিতে চিকেন কিমা, পেঁয়াজ, টমেটো, কাঁচালঙ্কা, আদা-রসুন বাটা, ধনেপাতা, পুদিনা, সব মশলা, কর্নফ্লাওয়ার বা বেসন, ডিম, লেবুর রস ও নুন দিয়ে ভালো করে মেখে নিন যতক্ষণ মিশ্রণটা আঠালো হয়। ঢেকে ১৫-২০ মিনিট বিশ্রাম দিন। এরপর হাত দিয়ে চ্যাপ্টা গোল আকারে কাবাব বানিয়ে নিন। প্যানে তেল ও সামান্য মাখন গরম করে মাঝারি আঁচে প্রতিটি কাবাব ৩–৪ মিনিট করে দুই দিক সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভাজুন। তুলে টিস্যুতে রেখে অতিরিক্ত তেল ঝরিয়ে নিন। পুদিনা চাটনি, পেঁয়াজ ও লেবুর সঙ্গে গরম গরম পরিবেশন করুন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

LAKMĒ SALON
FOR HIM AND HER
#RunwayToEveryday
Lords More
182, Prince Anwar Shah Rd, Unit 1A - Lords More Kolkata, (WB).
Contact for more OFFERS
8420173693

# লহসুনি মেথি পনির

## কী কী লাগবে

- পনির ১০০ গ্রাম (কিউব করে কাটা)
- কাঁচালঙ্কা ৪টি
- Shalimar's Chef Spices কসৌরি মেথি ১ টেবিল চামচ
- কাজু ৮টি
- দই ১ চা চামচ
- ফ্রেশ ক্রিম ২ টেবিল চামচ
- আদা ১ ইঞ্চি
- রসুন ১৬ কোয়া (৮টি বাটা + ৮টি কুচি)
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ
- মাখন ১ চা চামচ
- নুন স্বাদমতো
- ধনেপাতা কুচি ১/৪ কাপ
- Shalimar's Sunflower তেল পরিমাণমতো
- গরম জল ১/৪ কাপ

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে কাজু ১ ঘণ্টা ভিজিয়ে মসৃণ পেস্ট বানিয়ে নিন, আদা রসুন ও কাঁচালঙ্কা একসঙ্গে বেটে নিন, একটি বাটিতে পনির নিয়ে তাতে এই বাটা ক্রিম দই কাজু পেস্ট ও নুন দিয়ে আলতো করে মিশিয়ে ৩০ মিনিট ম্যারিনেট করুন, কড়াইয়ে তেল গরম করে ম্যারিনেট করা পনির দিয়ে হালকা হাতে নাড়তে নাড়তে কম আঁচে রান্না করুন, আলাদা করে কসৌরি মেথি শুকনো ভেজে গুঁড়ো করে দিয়ে দিন, এবার গরম জল দিয়ে ঢেকে ২ মিনিট রান্না করুন, অন্য প্যানে মাখন গরম করে রসুন কুচি সোনালি করে ভেজে সেই ফোড়ন পনিরের ওপর ঢেলে দিন, শেষে ধনেপাতা ছড়িয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

ইকশানার স্নেহ ছায়ায় নিরাপত্তার সঙ্গে হোক
আপনজনের যত্ন!

+91 9147372091
www.ikshanaeldercare.com

# চিকেন আফগানি

## কী কী লাগবে

- চিকেন ১ কেজি
- দই ১ কাপ
- ফ্রেশ ক্রিম ১/২ কাপ
- কাজু বাটা ১০-১২টি
- আদা বাটা ১ টেবিল চামচ
- রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- কাঁচালঙ্কা বাটা ২-৩টি
- Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ
- ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ
- লেবুর রস ১ টেবিল চামচ
- নুন স্বাদমতো
- বাটার বা Shalimar's Soyabean তেল ৩ টেবিল চামচ
- কাঠকয়লা ১ টুকরো (ঐচ্ছিক)

## কীভাবে বানাবেন

একটি বড় বাটিতে দই, ক্রিম, কাজু বাটা, আদা-রসুন বাটা, কাঁচালঙ্কা বাটা, গোলমরিচ, জিরে, ধনে গুঁড়ো, গরম মশলা, লেবুর রস ও নুন মিশিয়ে নিন। এতে চিকেন দিয়ে ভালো করে মাখিয়ে ২-৩ ঘণ্টা মেরিনেট করুন। কড়াইয়ে বাটার বা তেল গরম করে মেরিনেট করা চিকেনসহ সব মিশ্রণ ঢেলে দিন। ঢাকনা দিয়ে মাঝারি আঁচে রান্না করুন এবং মাঝে মাঝে উল্টে দিন। আলাদা করে জল দেওয়ার দরকার নেই কারণ চিকেন থেকেই জল ছাড়বে। মাংস নরম হলে ঢাকনা খুলে গ্রেভি একটু ঘন হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। মাংসের ওপর একটি ছোট বাটিতে জ্বলন্ত কয়লা রেখে তার ওপর ঘি দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢেকে ২-৩ মিনিট রাখুন যাতে স্মোকি ফ্লেভার আসে। শেষে ধনেপাতা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

## কী কী লাগবে

- চিকেন ৫০০ গ্রাম
- পেঁয়াজ ৩টি বড় (কুচি)
- আদা-রসুন বাটা ২ টেবিল চামচ
- টমেটো কুচি ২টি
- টকদই ৩ টেবিল চামচ
- Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো স্বাদমতো
- Shalimar's Chef Spices জিরে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১.৫ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices কসৌরি মেথি ১ চা চামচ
- তেজপাতা ২টি
- দারুচিনি ১ টুকরো
- এলাচ ৩টি
- লবঙ্গ ৪টি
- গোটা জিরে ১/২ চা চামচ
- Shalimar's সর্ষের তেল ৫-৬ টেবিল চামচ
- নুন স্বাদমতো
- চিনি ১ চা চামচ
- ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ
- কাঁচালঙ্কা ২-৩টি (চেরা)
- আদা কুচি ১ টেবিল চামচ
- ঘি ১ টেবিল চামচ

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে চিকেন ধুয়ে নুন, হলুদ, লঙ্কা গুঁড়ো ও ১ চামচ সরষের তেল মাখিয়ে ৩০ মিনিট রেখে দিন। কড়াইয়ে সরষের তেল গরম করে তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ, লবঙ্গ ও গোটা জিরে ফোড়ন দিন। পেঁয়াজ কুচি দিয়ে সোনালি হওয়া পর্যন্ত ভেজে সামান্য চিনি দিন। এবার আদা-রসুন বাটা দিয়ে কাঁচা গন্ধ যাওয়া পর্যন্ত কষান। টমেটো ও নুন দিয়ে নরম হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন। এরপর হলুদ, জিরে, ধনে ও লঙ্কা গুঁড়ো অল্প জলে গুলে দিয়ে কষাতে থাকুন যতক্ষণ তেল ছাড়ে। আঁচ কমিয়ে ফেটানো দই দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিন। এবার চিকেন দিয়ে ১০–১৫ মিনিট ভালো করে ভুনা করুন। প্রয়োজনে অল্প গরম জল দিয়ে ঢেকে কম আঁচে রান্না করুন যতক্ষণ মাংস নরম হয়। শেষে গরম মশলা, কাঁচালঙ্কা, আদা কুচি, কসৌরি মেথি ও ধনেপাতা দিয়ে মিশিয়ে ১–২ মিনিট রেখে ঘি ছড়িয়ে নামিয়ে নিন।

# চিকেন ভুনা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

# কড়াই পনির

## কী কী লাগবে

- পনির ২০০ গ্রাম (কিউব করে কাটা)
- পেঁয়াজ ২টি (চৌকো করে কাটা)
- ক্যাপসিকাম ১টি (চৌকো কাটা)
- টমেটো ২টি (পেস্ট বা কুচি)
- আদা-রসুন বাটা ১ টেবিল চামচ
- কাঁচালঙ্কা ২-৩টি
- ধনে ১ টেবিল চামচ
- জিরে ১ চা চামচ
- শুকনো লঙ্কা ২টি
- Shalimar's Chef Spices হলুদ গুঁড়ো ১/২ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices লঙ্কা গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা ১/২ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices কসৌরি মেথি ১ চা চামচ
- Shalimar's Soyabean তেল ৩ টেবিল চামচ
- নুন স্বাদমতো
- ধনেপাতা কুচি ২ টেবিল চামচ

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে ধনে, জিরে ও শুকনো লঙ্কা শুকনো কড়াইতে ভেজে মোটা করে গুঁড়ো করে কড়াই মশলা বানিয়ে নিন। এবার কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ ও ক্যাপসিকাম হালকা ভেজে তুলে রাখুন একই কড়াইয়ে আদা-রসুন বাটা দিয়ে কষিয়ে টমেটো দিয়ে রান্না করুন যতক্ষণ নরম হয়। এরপর হলুদ গুঁড়ো, লঙ্কা গুঁড়ো ও কড়াই মশলা দিয়ে কষান যতক্ষণ তেল ছাড়ে। এবার পনির, ভাজা পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম দিয়ে নেড়ে নিন। কসৌরি মেথি ও গরম মশলা ছড়িয়ে অল্প জল দিয়ে ২-৩ মিনিট রান্না করুন। শেষে ধনেপাতা দিয়ে গরম গরম পরিবেশন করুন।


সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com

## কী কী লাগবে

- ফুলকপি ১ কাপ (ছোট টুকরো)
- গাজর ১/২ কাপ (কুচি)
- বিনস ১/২ কাপ (কুচি)
- মটরশুঁটি ১/২ কাপ
- পনির ২০০ গ্রাম (কিউব)
- আদা ৩ ইঞ্চি
- কাঁচালঙ্কা স্বাদমতো
- কাজু ৫টি (ভিজানো)
- দই ১/২ কাপ
- ফ্রেশ ক্রিম ১/২ কাপ
- Shalimar's Chef Spices ধনে গুঁড়ো ১ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গরম মশলা ১/২ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices গোলমরিচ গুঁড়ো ১/৪ চা চামচ
- Shalimar's Chef Spices কসৌরি মেথি ১/২ চা চামচ
- মাখন ১/২ চা চামচ
- Shalimar's Sunflower তেল ২ টেবিল চামচ
- নুন স্বাদমতো
- জল ১/৪ কাপ

## কীভাবে বানাবেন

প্রথমে সসপ্যানে নুন দিয়ে জল গরম করে গাজর, বিনস ও মটরশুঁটি হালকা ভাপিয়ে নিয়ে ঠান্ডা জলে ডুবিয়ে রাখুন। পনির গরম নুন জলে ভিজিয়ে নরম করে রাখুন। মিক্সিতে আদা, কাঁচালঙ্কা, কাজু, দই, ক্রিম, ধনে গুঁড়ো ও গরম মশলা দিয়ে মসৃণ পেস্ট বানান। সবজি ও পনিরের জল ঝরিয়ে নিন। প্যানে তেল গরম করে ফুলকপি ভেজে নিন। তারপর গাজর, বিনস, মটরশুঁটি, পনির ও সামান্য নুন দিয়ে নেড়ে নিন। এবার তৈরি পেস্ট দিয়ে ২-৩ মিনিট কষিয়ে ১/৪ কাপ জল দিয়ে ফুটতে দিন। কম আঁচে ঝোল ঘন হলে অন্য প্যানে মাখন গরম করে গোলমরিচ ও কসৌরি মেথি দিয়ে ফোড়ন তৈরি করে গ্রেভির ওপর ঢেলে মিশিয়ে নিন। শেষে গরম গরম রুটি বা পরোটার সঙ্গে পরিবেশন করুন।

# নবরত্ন কোরমা

সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পড়তে লগ-ইন করুন www.rojkarananya.com